493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গিরীশ ট্রান্স অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,২৫ সংখ্যা ঃ ২৮ চৈত্র-৪ বৈশাখ ,১৪২০ঃ ১২ এপ্রিল-১৮ এপ্রিল, ২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.25, April 12-18 April, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

গুজরাতের মোদি সরকার

জমি নিয়ে ফাটকাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

সারা দেশে এখন একটাই আলোচিত নাম - নরেন্দ্র মোদি। বারবার নরেন্দ্র মোদি-সহ বিজেপি'র বিভিন্ন নেতা গুজরাত মডেলের কথা বলছেন। এ-বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাত পুলিশের এ্যান্টি করাপশন ব্যুরো বিজেপি ঘনিষ্ঠ কল্যাণ সিং চম্পাওয়াতকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তিনি গুজরাতের গান্ধীনগরে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেবেন বলে একটি এজেন্সি খুলেছিলেন। যখন তিনি গ্রেফতার হন তখন তাঁর কাছে নগদ ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। অনুমান করা হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে রেভিনিউ অফিসার (চলিত নাম তালাথি) পদের প্রার্থীরাই ঘুষ হিসেবে এই টাকা তাঁকে দিয়েছেন। এই পদের জন্য লিখিত পরীক্ষার সময় যেসব পরীক্ষার্থী অগ্রিম টাকা দিয়েছিল তাদের ১০,২৫ এবং ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে বারণ করা হয়। এই দুর্নীতির বিষয় একসময় গুজরাত বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। তখন রাজ্য সরকারের রেভিনিউ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনাদিবেন প্যাটেল এই সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তাদের সঙ্গে চম্পাওয়াতের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি'র রাজ্য শাখার পক্ষ থেকেও জানানো হয়, এই নামে কোনও সদস্য তাদের দলে নেই। কিন্তু একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্যাণ সিং চম্পাওয়াত

এরপর দশের পাতায়

নেতাজীর ঐতিহাসিক বক্তব্য বিকৃত করার জন্য

ইতিহাসবিদ ক্ষমা চাইবেন কী

আজাদ বাউল

ইতিহাসবিদের 'ঐতিহাসিক ভুল' নাকি নেতাজীর নাতি পরিচয়ে সত্য-অসত্য যাই বলুন তাই হবে ইতিহাস সিদ্ধ? যাদবপুরের ভোটপ্রার্থী সুগত বসু তাঁর দেওয়াল লিখনে নিজেকে নেতাজীর নাতি পরিচয়ে যেমন ভোট চাইছেন তেমনই বক্তৃতা মঞ্চেও বোস বংশের ঐতিহ্যের ধারক-বাহকের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। চেয়ারের জন্য, আসন দখলের জন্য অনেকেই অনেককিছুই করে থাকেন কিন্তু তাই বলে খোদ নেতাজীর বক্তব্যকে অস্বীকার করা যা অতি গাঢ় তৃণমূল সমর্থককেও বিভ্রান্ত এবং লজ্জিত করবে। 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। এই আহ্বান কার তা সারা ভারতের যে কোনও প্রান্তেই প্রশ্নোত্তরের প্রতিযোগিতা হলে স্কুল পড়ুয়া থেকে বয়স্ক ব্যক্তি অধিকাংশই সঠিক উত্তর দেবেন। ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে আজাদহিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান একাধিকবার রক্তাক্ত সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজাদহিন্দ সরকারের প্রকাশনাগুলিতেও এই শেষ লড়াইয়ের চরম আহ্বান বারংবার জানানো হয়েছে। ভারত সরকারের প্রকাশনা থেকে এমনকী খোদ সুগত ও তাঁর বাবা প্রয়াত শিশির বসুর সম্পাদিত নেতাজী রচনাবলীতে ওই বক্তৃতাগুলি সংযোজিত রয়েছে। ইতিহাসবিদ নেতাজীর নাতি সুগত বসুর হয়ত সময় বা সুযোগ হয়নি, নইলে ১৭ জুলাই ২০১১ আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে 'সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

সুগত'র বক্তব্য: 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' গোছের কথা কখনও বলেননি। ওটা বাঙালির অতি সরলীকরণ। -আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ জুলাই ২০১১।

সুগত'র সততা-৩

এরপর দশের পাতায়

পরিবর্তনের স্বাদ পেয়েছে মানুষ, সংযত না হলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে

ওঙ্কার মিত্র

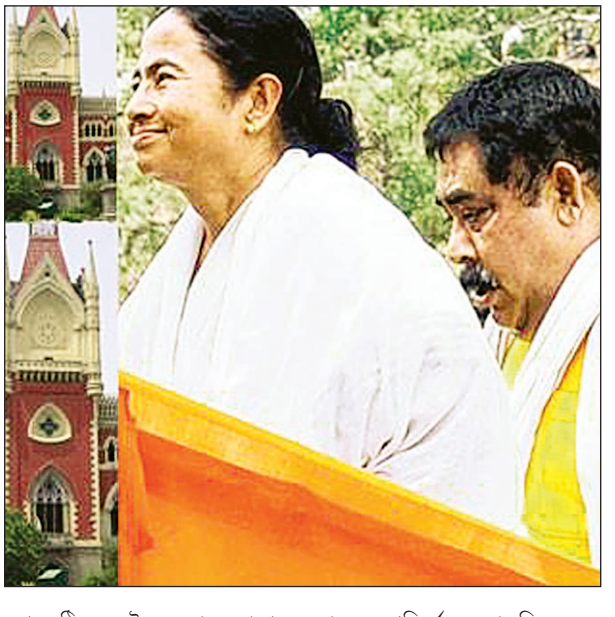

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু'র কাছে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষন ছিলেন পাগল। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে চক্ষুশূল ছিলেন তৎকালীন নির্বাচন পর্যবেক্ষক আমানুল্লা সাহেব। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমানবাবু আবার বিচারপতিকেও ছাড়েননি। বিচারপতি লালাকে বাংলা ছেড়ে পালাতে পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকী তপন সুকুর-সহ অন্যান্যরা ছিলেন সিপিএমের সম্পদ। এতসব কুকীর্তি সত্ত্বেও তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। বাঙালি তখন খাঁচায় বন্দী যেখানে প্রতিবাদ করাটাই ছিল অপরাধ। সোচ্চার হলেই পেতে হবে শাস্তি।

দীর্ঘদিন খাঁচায় বন্দী থাকার পর রক্তের স্বাদ পাওয়া হিংস্র পশু বারবার খোঁজে রক্তের স্বাদ। বাংলার মানুষের এখন ঠিক সেই অবস্থা। ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই খাঁচার দরজা খুলে মানুষকে পরিবর্তনের স্বাদ দিয়েছেন। মানুষ বুঝেছে যথাসময়ে প্রতিবাদ না করা বা সুযোগ পেয়েও না বদলাবার ফল। সামান্য সুযোগেও তাই মানুষ এখন পরিবর্তনের পক্ষে।

ইদানীং শাসক দলের মধ্যে সে সহিষ্ণুতা কই? নির্বাচন কমিশনের প্রতি বিষোদ্গার এমন কর্কশ কেন। কমিশনের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর উপায় আছে। কিন্তু মানুষের বলে বলিয়ান হয়ে কাউকে চ্যালেঞ্জ জানানোর আগে জানা দরকার মানুষ কি চাইছে। বামফ্রন্টের শাসনকালের শেষভাগে রাজনীতিকদের ভাষার ব্যবহার ও তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফল পেয়েছে বামেরা। আজকের শাসকদলও কি সেই ফলই পেতে চায়? মানুষ কিন্তু এখন দ্বিধা করবে না। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের সঙ্গে শাসক দলের কর্মীদের ব্যবহার মুখ পোড়াচ্ছে পরিবর্তন ইমেজের। ক্ষমতায় আসা মমতার ডাকে সারা বাংলা যেভাবে সাড়া দিয়েছিল আজ

এরপর দশের পাতায়

মধুর লোভে রেষারেষি সোনারপুরে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার ● রাজপুর

বাজার এখন গরম লোকসভা নির্বাচন নিয়ে। কিন্তু তা শেষ হতে না হতেই রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভায় বেজে যাবে ভোটের বাদ্যি। এবার ১৬, ১৯, ২২, ২৫,২৮ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষণের আওতায় এসেছে। তার ফলেই নাকি মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত পৌরপিতাদের। এসব জায়গার বর্তমান পৌরপিতারা নিজেরা দাঁড়াতে না পেরে তাঁদের স্ত্রীদের দাঁড় করানোর জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন বলে খবর স্থানীয় সূত্রের। নিন্দুকদের বক্তব্য, এই পৌরসভায় বহু অঞ্চল আছে যেখানকার অধিকার পৌরপিতারা কিছুতেই পৌরপিতারা ছাড়তে চান না। কারণ, জমি বিক্রি ও ফ্ল্যাটের ব্যবসা এই দুটোই টাকা রোজগারের স্বর্ণখনি স্থানীয় নেতাদের। বিশেষ করে যাঁরা এখন শাসকদল তাঁদের রাজনীতিবিদরা কোনও একটা প্রশাসনিক পদ পেলেই রোজগারের গেট পাশ পেয়ে যান। এই অঞ্চলে বহু ফাঁকা জমি রয়েছে এবং বহু পুরনো বাড়ি বা বাগান বাড়ি প্রত্যেকদিনই নতুন নতুন ফ্ল্যাট উঠছে। তাই নেতাদের পকেটও ফুলে ফেঁপে উঠছে। স্থানীয় বহু মানুষের অভিযোগ এই পৌরসভার অধীনে এমনকিছু রাজনৈতিক কর্মী নেতা রয়েছেন যাঁরা আগে ছেঁড়া চটি পরতেন, তাঁরা পৌরপ্রতিনিধি হওয়ার পর মার্বেল পাথরের বাড়ি-গাড়ি থেকে নানা সম্পত্তির অধিকারী হয়ে গিয়েছেন। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী হরিনাভী অঞ্চলের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা কুহেলী ঘোষ।

অন্য ভোট

এরপর দশের পাতায়

কাজের খবর

উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রীদের রাজ্য সরকারের নার্সিং প্রশিক্ষণ

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারে নার্সিং প্রশিক্ষণ স্কুলে আবাসিকভাবে ৩ বছর ট্রেনিং ও ৬ মাস ইন্টার্নশিপ দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে। ৯৭৫টি শূন্যপদের মধ্যে তপশিলি জাতি-উপজাতি, ওবিসি সমাজকল্যান দফতরের স্বীকৃত অনাথ আশ্রমের প্রার্থী ও লেডি সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ থাকবে।

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ২৭-এর মধ্যে।

যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। যে জায়গায় আবেদন করবেন সেখানে অন্তত ৫ বছর একটানা থাকা চাই। বাংলা ভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে জানা চাই।

বাছাই পদ্ধতি: উচ্চমাধ্যমিকে ভাষাবিভাগ ও সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত ৩টি বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ট্রেনিংয়ের জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে পরিবেশ বিদ্যাকে গণ্য করা হবে না। ভাষার মধ্যে ইংরাজি বিষয়ের নম্বর অবশ্যই ধরা হবে। প্রাথমিক নির্বাচিত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মেডিকেল টেস্টের পর চূড়ান্ত নির্বাচন হবে।

আবেদন পদ্ধতি: দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে - http:\\www.wbhealth.gov.in/notice/gnm_adm.pdf

পাঠাবেন এই ঠিকানায় - উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে - দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ১ ক্ষুদিরাম বসু সরণি, কলকাতা -৪।

কলকাতার ক্ষেত্রে এবং অনাথ আশ্রমের প্রার্থীরা পাঠাবেন এই ঠিকানায় - দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর নার্সিং ট্রেনি স্কুল , লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হসপিটাল, ১ রাজা রামমোহন রায় সরণি (আমহার্স্ট স্ট্রিট), কলকাতা-৯।

আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন বিভিন্ন শংসাপত্রে অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি, রেশিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র। সঙ্গে নিজের নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিস সাঁটানো একটি খাম ও পাসপোর্ট মাপের ছবি। পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল ২০১৪।

উচ্চমাধ্যমিকদের হোমিওপ্যাথি কোর্সে ভর্তি

কলকাতা সল্টলেকে নাশ্যানাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-বায়োলজি-ইংরাজি নিয়ে মোট ৫০ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করা চাই।

বয়স: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪'র মধ্যে বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ২৫।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা হবে ৮ জুন ২০১৪'তে।

আবেদন পদ্ধতি: www.nih.nic.in থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করে সঠিকভাবে পূরণ করবেন। আবেদনের ফিজ দিতে হবে ৫০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে, কলকাতাতে প্রদেয় এবং ডাইরেক্টর ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির অনুকূলে। তপশিলিদের কোনও ফিজ লাগবে না।

আবেদন পাঠাতে হবে ১২ মে মধ্যে এই ঠিকানায়: ডাইরেক্টর ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি, ব্লাক জি-ই, সেক্টর থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা-১৬।

কল্যাণীতে মাধ্যমিক পাশেদের পশুপালন ও ডেয়ারি ডিপ্লোমার ফর্ম দেওয়া শুরু হল

ডিপ্লোমা ইন অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে নেশ্যানাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

যোগ্যতা: ৫০ শতাংশ নম্বরসহ মাধ্যমিক ও এ-বছর যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা আবেদন করতে পারবেন। তপশিলি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ শতাংশ ছাড় পাবেন।

বয়স: ৩১ জুলাই ২০১৪ তারিখে বয়স হতে হবে ১৫ থেকে ২১

বছরের মধ্যে।

আবেদন পদ্ধতি: ১০ এপ্রিল থেকে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। ডাকযোগেও ফর্ম পেতে পারেন ৯ মে অবধি ফর্ম পাবেন। ফর্ম পাওয়ার ঠিকানা - ইনচার্জ, অ্যাকাডেমি সেল, ন্যাশানাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইস্টার্ন রিজিওনাল স্টেশন, এ-১২ ব্লক, কল্যাণী, জেলা-নদিয়া ৭৫১২৩৫। প্রয়োজনে দেখুন এই ওয়েবসাইটে - www.ndri.res.in

টাঁকশালে টেকনিশিয়ন

ভারত সরকারের টাঁকশালে মাধ্যমিক পাশ আইটিআই ট্রেড সার্টিফিকেট প্রাপ্ত টেকনিশিয়ন নিয়োগ করা হবে। এই টেকনিশিয়নের মধ্যে রয়েছে ফিটার, টার্নার, মিল রাইট, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ন, কার্পেন্টার, গোল্ড স্মিথ, ফায়ার ফাইটার, মোটর মেকানিক, ফর্ক লিস্ট ড্রাইভার প্রভৃতি পদে। এমপ্লয়মেন্ট নোসিফিকেশন নম্বর -1-240/2014/Admn/Recruitment/2423.

যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাশ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই ট্রেনিং প্রাপ্ত হওয়া চাই। টেকনিশিয়ন (গোল্ড স্মিথ) পদের জন্য কোনও নামী কারখানা বা দোকানে সোনা-রূপোর কাজে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। মোটর মেকানিক ও ড্রাইভার পদের ক্ষেত্রে হেভি ডিউটি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মোটর মেকানিজুম সম্পর্কে জ্ঞান দরকার। কোনও নামী কারখানা বা কোম্পানীতে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফায়ার ফাইটার পদের জন্য আয়ারম্যান ট্রেনিং সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

ন্যূনতম উচ্চতা হওয়া চাই ১৬৫ সেমি. ও বুকের ছাতি ৭৯ সেমি. যা ৫ সেমি. পর্যন্ত প্রসারণ করার ক্ষমতা চাই।

বয়স: ১ মার্চ ২০১৪-তে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে হতে হবে। তপশিলি, ওবিসি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা বয়স অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা ও ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রশ্ন থাকবে ১০০টি। ৫০টি জেনারেল অ্যাপটিটিউড ও ৫০ নম্বর সংশ্লিষ্ট ট্রেড সংক্রান্ত।

আবেদন পদ্ধতি: দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে - http:\\jobapply.in/minthyderabad. অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফর্ম সাবমিট করে প্রিন্ট আউটের ওপর নির্দিষ্ট স্থানে ছবি সেঁটে স্বাক্ষর করতে হবে। আর অফলাইনের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পূরণ করে একটি খামে ভরে সাধারণ ডাকে পাঠাতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষাগত, জন্মতারিখ, সংরক্ষিত পদের ক্ষেত্রে কাস্ট ও রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের কপি ও সাম্প্রতিক কালের ২ কপি পাসপোর্ট ছবি ও ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় - বক্স নম্বর ৩০৭৬, লোদি রোড, নয়াদিল্লি-১১০০০৩। খামের ক্ষেত্রে কোন পদের জন্য আবেদন করছেন এবং পোস্ট কোড অবশ্যই লিখবেন। পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল ২০১৪। আবেদনের ফিজ ১০০ টাকা দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ড্রাফটি কাটতে হবে - জেনারেল ম্যানেজার, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মিন্ট, হায়দ্রাবাদের অনুকূলে। প্রদেয় হবে হায়দ্রাবাদে।

বিনা খরচে স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণ

রামকৃষ্ণ মিশন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও নাবার্ড-এর উদ্যোগে ১৬টি ট্রেডে স্বনির্ভরতা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে হটিকালচার, মাশরুম চাষ, প্ল্যান্ট নার্সারি ম্যানেজমেন্ট, মৌমাছি পালন, মাছ চাষ। মেয়াদ ৩ সপ্তাহ। যোগাযোগের ঠিকানা - রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, ফোন-০৩৩-২৬৫৪ ৮৯০৮। এছাড়া কেঁচো সার তৈরি, বিউটি পার্লার ম্যানেজমেন্ট, মালটি ফোন সার্ভিসিং, পোল্ট্রি পালন, টেলারিং প্রভৃতি বিষয়ে ট্রেনিংও দেওয়া হবে। মেয়াদ ৩ থেকে ১২ সপ্তাহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রসহ অন্যান্য জেলার অনেকগুলি কেন্দ্রে এই বিষয়ে ট্রেনিং পাবেন। যোগাযোগ - রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, বেলুরমঠ, হাওড়া, পিন-৭১১১০২। ফোন-০৩৩-২৬৫৪ ৮৯০৮। বেলা ১০ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট - ওঁড়ডক্টশঢ.গওঞ্জ.

এছাড়া বারুইপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যে কোনও বয়সী অষ্টম শ্রেণি পাশেদের জন্য সামান্য ফিজে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এই বিষয়গুলিতে। ১) খেলনা তৈরি, ২) বিউটিশিয়ন, ৩) ব্যাগ তৈরি, ৪) তত্ত্ব সাজানো। বিষয় অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মাস। যোগাযোগ - বারুইপুর, হিউম্যান ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট সোসাইটি, সুবুদ্ধিপুর, ফোন-৯০৮৮৭৭৪৪০২।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের ইউনিট পরমানন্দ ইনস্টিটিউটে সোলার টেকনিশিয়ন ট্রেনিং দেওয়া হবে মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েদের। মেয়াদ ৬ সপ্তাহ। যোগাযোগ-যাত্রাগাছি, কৃষ্ণপুর, রাজারহাট নিউটাউন, উত্তর ২৪ পরগনা। ফোন-৯৮৭৪৫৯০৯৮৭।

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালী
পোঃ ন'হাজারি, থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা।
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

ডাঃ বি. রামানা
এম এস, ডি এন বি, এফ আর সি এস
অ্যাডভান্সড ল্যাপারোস্কপিক অ্যান্ড ব্যারিয়াট্রিক সার্জন

হার্ণিয়া সার্জারিতে নতুন কি এসেছে ?

যদি আপনার হার্ণিয়া হয়ে থাকে, সে আপনি পুরুষ হোন বা মহিলা, কিম্বা শিশু, আপনি নিশ্চয়ই অপারেশনের কথা ভাবছেন ? আর এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আপনি নিশ্চয়ই জানতে চান আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র নতুন কি পদ্ধতি নিয়ে এসেছে ?

আপনি কি জানেন, বেশিরভাগ হার্ণিয়া (রেকারেন্ট বা ইনশিসনাল বা ইঙ্গুইনাল যাই হোক না কেন) ল্যাপ সার্জারি করে সারানো যায়। এক দিনের মধ্যে আপনি সোজা হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারেন। চোখে পড়ার মতো কাটা দাগ থাকে না, সেলাই করতে হয় না, কোনও যন্ত্রণা পেতে হয় না, অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয় না। এর থেকে বেশি আর কি চাই ? এর থেকে বেশি আধুনিক অবশ্য, এই মুহূর্তে কিছু নেইও। তারপরেও যদি আপনি সর্বাধুনিক পদ্ধতি চান, তাহলে একবার ভেবে দেখুন আপনি ঠিক কি চান ? নতুন পদ্ধতি মানেই সবসময় যে সেটা ভাল হবে, তা কিন্তু নয়। আসল যেটা দেখতে হবে, তা হল আপনি চিকিৎসার কি ফল পেলেন। তাই আপনাকে সবদিক জেনে ও বুঝে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। নতুন পদ্ধতি ভাল (যা হতেই পারে), নাকি শুধুই নতুন। যে সার্জন নতুন ও পুরনো দু'ধরনের পদ্ধতিতেই সমান দক্ষ, তিনিই আপনাকে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারবেন।

হার্ণিয়া সার্জারিতেও বহু নতুন মেশ (জাল), ফিক্সিং টুল (মেশ লাগানোর আঠা ইত্যাদি) প্রভৃতি এসে গিয়েছে, যা দুর্দান্ত কাজ করে। হার্ণিয়া অপারেশনের পদ্ধতি সর্বাধুনিক, কিন্তু সার্জন হিসেবে আমার এই পদ্ধতিকে রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী বলে মনে হয়নি। তাই হার্ণিয়া অপারেশনের আগে, এইসমস্ত দিক সম্বন্ধে ভাল করে জেনে বুঝে নিন।

আপনার হার্ণিয়া অন্য কোনও রোগের লক্ষণ হতে পারে

এককথায় বলতে গেলে হার্ণিয়া হল পুরুষদের গ্রোইন অঞ্চলে অথবা মহিলা বা পুরুষের পেটে নরম ফুলে ওঠা। সাধারণত পেশির দুর্বল অংশ দিয়ে অন্ত্রটি নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। চিকিৎসা না করে ফেলে রাখলে, অন্ত্রটি বাধাপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যাতে জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আপনি কি জানেন, হার্ণিয়ার সঙ্গে অন্য রোগের সম্পর্ক আছে ? যদি আপনার বরাবর অ্যাস্থমার সমস্যা থেকে থাকে, বা ধূমপানের সময় অনবরত কাশি হতে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ফুসফুসের রোগ আছে। আগে এই ফুসফুসের রোগ সারাতে হবে, তারপরই হার্ণিয়ার চিকিৎসা সম্ভব।

একজন অত্যাধিক মোটা মানুষের হার্ণিয়া থেকে থাকলে প্রথমেই তার আসল কারণ অর্থাৎ ওবিসিটি সারাতে হবে। ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে এ ক্ষেত্রে কাজ হবে না।

হার্ণিয়া ল্যাপ পদ্ধতিতে সারানো যায়।

অবিশ্বাস্য শুনতে লাগলেও, এটা সত্যি যে মাত্র দু'এক দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক কাজে কর্মে ফেরা যায়।

এর জন্য অ্যানাস্থেশিয়ার প্রয়োজন হয় বটে, তবে এই পদ্ধতিতে অত্যন্ত কম কাটাছেঁড়া হয় বলে দ্রুত এবং যন্ত্রণাবিহীন আরোগ্য লাভ সম্ভব। অবিশ্বাস্য শুনতে লাগলেও, এটা সত্যি যে মাত্র দু'এক দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক কাজে কর্মে ফেরা যায়।

অনেকের প্রস্টেট ও পাইলস-এর সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে মূত্রত্যাগের বা মলত্যাগের সময় অনবরত যে চাপ দিতে হয় তার ফলেও হার্ণিয়া হতে পারে। তাই হার্ণিয়া হয়েছে এমন সন্দেহ হলে দুটি কাজ অবশ্যই করবেন:

এমন একজন অভিজ্ঞ সার্জনের কাছে যান, যিনি আপনার রোগটি যথাযথ নির্ধারণ করবেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করিয়ে নিন। বসে থেকে সময় নষ্ট করলে চলবে না। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এই আর্টিকল এবং আমার সব আর্টিকলই শুধুমাত্র আপনাদের কাছে কিছু তথ্য তুলে ধরার জন্য। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে ও আপনার নিজের চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

চেম্বার: বেলভিউ ক্লিনিক, ৯, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭ অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন: 9830031663, 9830043301
ই-মেল: rambodoc@gmail.com **ওয়েবসাইট:** www.up-surge.com, www.bmi-india.com

ভোটের বাদ্যি

জাটুয়ার গলার কাঁটা দেবশ্রী, কিংমেকার হতে চাইছেন কান্তি

মেহবুব গাজি • মথুরাপুর

২০১১-তে বিধানসভা নির্বাচনে অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়কে রায়দিঘি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করার প্রধান কারিগর ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ চৌধুরীমোহন জাটুয়া। কারণ, এই আসনের দাবিদার ছিলেন সিপিএমের ডাকসাইটে নেতা ও এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি সুন্দরবন দফতরের মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী। পরিবর্তনের সেই সুনামীতে পরাজয় হয় কান্তির। এরপর তিন বছর মৃদঙ্গভাঙা, মুড়ীগঙ্গা নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। দেবশ্রীকে যে এলাকায় পাওয়া যায় না তা নিয়ে ক্ষোভের ফলে কিছুদিন আগেই ক্ষোদ মমতা ব্যানার্জিকে এসে দেবশ্রী'র হয়ে সাফাই দিতে হয়েছে। জনসাধারণ ও কর্মীদের ক্ষোভের প্রভাব পড়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মথুরাপুর ১ ব্লকে টাই হয়, ২ ব্লকে পরাজিত হয় তৃণমূল। রায়দিঘি বিধানসভা এলাকায় ভোটের হিসেবে দেখা যায় ৮০০০ ভোটে এগিয়ে আছে বামেরা। ২০০৯ সালে জাটুয়া যেখানে লোকসভায় ১,৩০,০০০ ভোটে জিতেছিলেন সেখানে পঞ্চায়েত ভোটের সময় দেখা গেল তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ৩০,০০০ ভোটে। জাটুয়া এবারও ভোটে দাঁড়িয়েছেন। মথুরাপুর কেন্দ্রেই। কিন্তু গলার হার দেবশ্রী এখন গলার কাঁটা। এবার এখনও জাটুয়ার হয়ে প্রচারে আসেনি দেবশ্রী। অপরদিকে কান্তি গাঙ্গুলী পরাজয়ের পর আরও বেশি করে আকড়ে ধরেছেন রায়দিঘি। কলেজের পাশে একটি বাড়ি তৈরি করে বছরভর সেখানে থাকছেন।

রায়দিঘি রোডে বিষ্ণুপুর বাজারে কথা হচ্ছিল নালুয়ার বাসিন্দা মধ্যবয়সী নিরঞ্জন পুরকাইতের সঙ্গে। তিনি বললেন, দেবশ্রীকে দেখেছিলাম

প্রচারে সিপিআইএম প্রার্থী রিঙ্কু নস্কর।

ভোটের সময়, বিধায়ক হওয়ার পর তাঁকে তো আর দেখিনি। এবার তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আগে কথাটা ভাবব। একটু এগিয়ে দেখা দেবীপুরের চাল ব্যবসায়ী রমেশ ঘোষের সঙ্গে। তাঁর সাফ বক্তব্য, আর ভুল করবে না কেউ বামেরা জিতবে এই আসনে। রায়দিঘির একটি কৃষি সমবায় কর্মী নাম না লেখার শর্তে বলেন, কান্তির আমলে তবু কিছু হয়েছিল, এই আমলে শুধু নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি। আর জাটুয়া নয়। কলেজ ছাত্রী অনিমা সামন্ত কিংবা বেকার যুবক অরূপ ঘড়া'র বক্তব্য, এবার ভোটে তৃণমূলের গলার কাটা টেট ও চিটফান্ড কেলেঙ্কারি।

আসলে শুধু রায়দিঘি নয়, মথুরাপুর কেন্দ্রের সর্বত্র কান্তি সুফল পাচ্ছেন সুন্দরবনের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার। দলে প্রার্থী আনকড়া ২০ বছরের রিঙ্কু নস্কর। কিন্তু আসল লড়াই জাটুয়া বনাম কান্তির। ৮০ শতাংশ প্রচারে 'কান্তি জেঠু তাঁর সঙ্গী' বড় সভা না করে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ ও পাড়া বৈঠকে জোর দিয়েছে কান্তির নেতৃত্বে সিপিএম। তাঁর বক্তব্য, '৫৭ সাল থেকে রাজনীতি করছি বিধায়ক বা মন্ত্রী হওয়ার জন্য নয়। মানুষের সঙ্গে আছি।' তাঁর বক্তব্য, ২০১১ সালে তাঁর পরাজয় হয়নি। মহা জোটের ফল এসইউসিআইয়ের ১২,০০০ ভোট দেবশ্রীর পক্ষে যায়। এবার মথুরাপুর নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, ২০০৮ সালের পর থেকে এই কেন্দ্রে বামেদের ভোট বেড়েছে।

পদ্মফুল ফোটানোর স্বপ্নে তপন

ছবি: কাকলী পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থী চৌধুরীমোহন জাটুয়া পেয়েছিলেন ৫,৬৫,৫০৫টি ভোট। বিরোধী সিপিএমকে হারিয়ে ছিলেন প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটে। সেখানে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিল ২৭ হাজার ৪৩২টি ভোট। এবারের প্রার্থী তপন নস্কর প্রচারে ঘুরছেন মূলত নরেন্দ্র মোদির কথাকে হাতিয়ার করে। ইউপিএ সরকারের দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তিনি বক্তব্য রাখছেন।

শুকনো প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অর্ণব রায় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যসহ এক হাজার কর্মী সমর্থককে নিয়ে মঙ্গলবার ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের মাতলা ১ ও ২, দিঘিরপাড় প্রভৃতি পঞ্চায়েত অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোট প্রচারে নামলেন। এই কেন্দ্রে তৃণমূল এসইউসিআই জোটের বিদায়ী সাংসদের বিভিন্ন ব্যর্থতার দিকে তিনি আলোকপাত করলেন। আগামী দিনে তাঁর প্রতিশ্রুতির মধ্যে থাকছে ক্যানিং মহকুমায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ঝড়খালি পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ, মাদ্রাসা উন্নয়ন, আদিবাসী ও সাঁওতালদের ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা। এছাড়া বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও রাস্তার উন্নতি। প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, এ রাজ্যে মোদির কোনও হাওয়া নেই।

নিজেদের অনৈক্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা ইন্দ্রনীলের

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত • কান্দি

সম্প্রতি বহরুমপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারে বেড়িয়ে কান্দি'র ছায়াপথ প্রেক্ষাগৃহে কান্দি বিধানসভা এলাকার কর্মীসভায় তৃণমূলপ্রার্থী ও গায়ক ইন্দ্রনীল সেন কান্দি মাস্টার প্ল্যানের প্রসঙ্গ তুলে অধীর চৌধুরীকে আক্রমণ হানলেন। বেশ কিছুদিন থেকেই যে কোনও নির্বাচনে কান্দি মহকুমার ওই মাস্টার প্ল্যান হয়ে ওঠে অন্যতম প্রধান ইস্যু। ৪৩৯ কোটি টাকা মাস্টার প্ল্যান ঘোষণা হয়েছে। ইন্দ্রনীলবাবু বলেন, পরিকল্পনা ঘোষিত হলেও দিনের পর দিন কেন্দ্রীয় সরকার এই এলাকাবাসীকে পুরোপুরি ভাঁওতা দিয়েছে। অথচ এই মাস্টার প্ল্যানের কথা বলেই শ্রী চৌধুরী এখানে হ্যাটট্রিক করেছেন। এখন শহরবাসীকে পরিশোধিত গঙ্গার পানীয় জল খাওয়াবেন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তৃণমূল প্রার্থী শ্রী সেন প্রথমেই নিজেদের কর্মীদের মান-অভিমান মেটানের চেষ্টা করেন। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। এখন সব ভুলে হাতে হাত রেখে ভোট প্রচার করার সময়। এদিন কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের কার্যকরি জেলা সভাপতি হুমায়ুন কবির, রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত সাহা-সহ সাগির হোসেন, সৈয়দ জাহাঙ্গীর কবির, জেলার সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল মণ্ডল। কান্দি তৃণমূল ব্লক কমিটির সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষ বলেন, আমাদের মূল লড়াই আরএসপি'র সঙ্গে। অধীর চৌধুরীকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। উনি প্রাপ্ত ভোটের কোনও সংখ্যার বিচারেই আসবেন না। কাজের কাজ কিছুই করেন না, বছরের বেশিরভাগ সময় দিল্লিতে বসে রেলের ভাড়া বাড়ানোর চেষ্টা করে গিয়েছেন। সবার শেষে ইন্দ্রনীল সেন মিনিট ১০ হেঁটে কান্দি পুরসভার দিকে ভোট প্রচার করলেও পুরভবনকে দূরেই রাখলেন। সভাতে পুরভবনের সামনে যাওয়ার কথা বললেনও কেন গেলেন না এ নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও বাংলাদেশিদের পুনর্বাসনের স্বপ্নের সওদাগর বিজেপি'র কৃষ্ণপদ

বিশ্বজিৎ পাল • জয়নগর

নোনা জলে পরিবৃত সুন্দরবনে লবণ উৎপাদনের বহুল সুযোগ রয়েছে। একসময় লবণ উৎপাদন ও রফতানিতে সুন্দরবন গুজরাটের মতোই সমগ্র ভারতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় সেই সোনালী দিন আজ অতীত। অথচ সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে লবণ শিল্প এখানকার অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে পারে। অপরদিকে মধু এই অঞ্চলের এক বড় সম্পদ। বিশাল পরিমাণ মধু উৎপাদন হয় এখানে। সেই মধু আনতে গিয়ে প্রত্যেক বছর বাঘের হাতে প্রাণ দেন অজস্র দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী স্থানীয় মানুষ। অথচ সেই মধু ব্যবসা করে মধ্যসত্ত্বভোগীরা বিশাল পরিমাণ লাভ করে। অপরদিকে সুন্দরবন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছেই পর্যটনের এক অনবদ্য আকর্ষণ কেন্দ্র। কিন্তু এখানকার ইকোট্যুরিজমকেও এত বছর সরকার উপেক্ষা করে আসছে। তিনটি শিল্পের দিকে নজর দিলে দারিদ্রপীড়িত সুন্দরবনের হাল আমূল বদলে যাবে।

তাই এই তিন ক্ষেত্রে নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়নগর কেন্দ্রের ক্যানিং পশ্চিম (তপঃ), বাসন্তী (তপঃ), গোসাবা (তপঃ), কুলতলি (তপঃ), জয়নগর (তপঃ), ক্যানিং পূর্ব ও মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার গ্রামে গ্রামে ভোট চেয়ে পরিক্রমা করছেন এবারের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার। এই কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা ১৪,৫৩,৬৫২ জন। গত বছর কংগ্রেস-তৃণমূল-এসইউসি জোট ভোট পেয়েছিল ৪,৪৬,২০০টি ভোট। বিরোধী বাম আরএসপি প্রার্থী পান ৩,৯২,৫৩৫টি ভোট। বিজেপি পেয়েছিল ২৪,৬০৮টি ভোট। এবার মহাজোট ভেঙে যাওয়ার ফায়দা তোলার জন্য বিপুল উদ্যমে পথে নেমেছে বিজেপি। তাদের প্রার্থী শ্রী মজুমদার বলছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে ভারতের প্রত্যেকটি জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। কৃষ্ণপদবাবুর প্রতিশ্রুতি শুধু জেলাতে নয়, এই অঞ্চলেই অবশ্যই একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে।

পাশাপাশি এখানকার লবণাক্ত জলে ভেজা সোঁদা মাটিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে বহুফসলী জমির সৃষ্টি করা হবে। এর সঙ্গে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য মহিলা থানা, একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বিদ্যুৎ, পানীয় জল, ব্রিজ ও রাস্তা তো হবেই। তাঁর বক্তব্য দলের নীতি অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত হিন্দুদের নাগরিকত্ব ও বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

প্রথমবার জেলায় পুলিশ পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে কমিশন

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে মথুরাপুরের রিটার্নিং অফিসারের অপসারণ

কুনাল মালিক ● আলিপুর

নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার অলোকেশ প্রসাদ রায়কে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন দর্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। এবার কমিশন এই জেলায় প্রথমবার পুলিশ পর্যবেক্ষকও পাঠাচ্ছে। জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্র জয়নগর, যাদবপুর এবং মথুরাপুরে এই পর্যবেক্ষক পুলিশের কাজে নজরদারি চালাবেন। ওই আইপিএস পর্যবেক্ষকের নাম এ. কে. সিং। আগামী ২৪ এপ্রিল তিনি কলকাতায় আসছেন থাকবেন ১২ মে পর্যন্ত। এবারের লোকসভা নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে কমিশন বেশকিছু কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র মারফৎ কমিশন জেলার বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের নানান তথ্য সংগ্রহ করেছে।

বিগত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে পুলিশের ভূমিকা কিরকম ছিল তারও নানা তথ্য কমিশনের হাতে এসেছে। ভোটের সময় যাতে করে পুলিশ নিরপেক্ষভাবে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সহযোগিতা করে সে ব্যাপারে একশ শতাংশ নিশ্চিৎ করতেই কমিশন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। কমিশন ইতিমধ্যেই বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের যে তথ্য পেয়েছে, তা খুব সন্তোষজনক নয় বলেই জানা যাচ্ছে। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, যাদবপুর কেন্দ্রের ভাঙড়, জয়নগরের কুলতলী মৈ পীঠ, ক্যানিং-২ ব্লকের জীবনতলা, বাসন্তীর চড়াবিদ্যা, আমঝরা, ঝড়খালি এলাকায় একাধিক বুথ অতি উত্তেজনা প্রবণ বলে মনে করছে কমিশন। এই তিন লোকসভা কেন্দ্রে পুলিশের যাবতীয় কাজের নজরদারি চালাবে কমিশন।

সিপিএম থেকে নির্বাচিত উপপ্রধানের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে পঞ্চায়েত দখলের উদ্যোগ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আবারও ধাক্কা খেল সিপিএম। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের উপপ্রধান সোমা রায়ের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিলেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি : কুনাল মালিক

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতের ১২টি আসনের মধ্যে সিপিএম পেয়েছিল ৬টি, তৃণমূল ৫টি এবং নির্দল ১টি। বোর্ড গঠনের আগে নির্দল জয়ী প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেন। কিন্তু টসে প্রধান এবং উপপ্রধান দুটি পদই সিপিএম-এর অনুকূলে যায়। প্রধান হন জ্যোৎস্না মাখাল এবং উপপ্রধান সোমা রায়। কিন্তু তৃণমূলের দুর্গে সিপিএমের এই উত্থান হলেও, মানুষের নানা পরিষেবা দিতে সিপিএম পরিচালিত বোর্ড ব্যর্থ হচ্ছিল বলে স্থানীয় কিছু মানুষের অভিযোগ। তাছাড়া সিপিএমের মধ্যেও বাড়ছিল পরস্পর দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠীকোন্দল। কিছুদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে বিশাল ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। দু'দিন আগেই সোমা রায় বজবজ বিধানসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক অশোক দেবের কাছে তৃণমূলে যোগদানের আহ্বান দেন। ব্লকের তৃণমূল নেতা কানাই সাঁতরা, পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সেখ বাপীও সিপিএমের ঘর ভাঙতে তৎপরতা শুরু করেন।

৪ এপ্রিল বাওয়ালীতে তৃণমূলের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় পতাকা দলত্যাগী সোমা রায়ের হাতে তুলে দিয়ে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তথা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। শোভনবাবু বলেন, সোমা রায়কে তৃণমূলে স্বাগত। তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদা পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেন শোভন বন্দ্যোপাধ্যায় ।এখন সিপিএমের আসন সংখ্যা দাঁড়াল ৫, তৃণমূল ৭। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে যেহেতু এখন ভোট প্রক্রিয়া চলছে, তাই ভোটের পর তৃণমূল, সিপিএম পরিচালিত বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনবে। অন্য একটি সূত্র মারৎ জানা যাচ্ছে সিপিএমের আরও কয়েকজন সদস্য তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছেন।

প্রসঙ্গত এর আগে সিপিএম পরিচালিত কাশীপুর-আলমপুর পঞ্চায়েত তৃণমূল রাজনৈতিক কৌশলে কব্জা করে নেয়।

কুলপিতে তৃণমূল-কংগ্রেস রাজনৈতিক সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: নির্বাচনের মুখে আবারও এলাকা দখলের রাজনীতি শুরু হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বুধবার দুপুরে কুলপির দক্ষিণ গাজিপুর এলাকায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে চলে বেপরোয়া বোমাগুলি। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন ৪ পুলিশকর্মী। জখমদের ভর্তি করা হয়েছে কুলপি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ঘটনায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও র‍্যাফ। কংগ্রেস ও তৃণমূল উভয়পক্ষ থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। এলাকায় সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচী বাতিল করেছে প্রশাসন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলপি ব্লকের গাজিপুর পঞ্চায়েতটি কংগ্রেসের দখলে। ঘটনার সূত্রপাত এদিন সকালে। বচসার জেরে এলাকার এক কংগ্রেস কর্মী স্থানীয় তৃণমূল নেতা আব্দুর রহিম মোল্লার দাদাকে বাজারের মধ্যে মারধর করে বলে অভিযোগ। এই খবর চাউর হতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই তৃণমূল নেতা। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা কুতুবুদ্দিন মোল্লার অভিযোগ, পঞ্চায়েত চলাকালীন হঠাৎ করে আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে জনা দশেক সশস্ত্র দুষ্কৃতী বোমাগুলি নিয়ে আক্রমণ চালায়। পঞ্চায়েত অফিস লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি চালায়। পঞ্চায়েতের নীচের তলায় একটি পুলিশ ক্যাম্প আছে।

বোমাগুলির আওয়াজ পেয়ে পুলিশ কর্মীরা বেরিয়ে আসেন। দুষ্কৃতীদের তাড়া করেন পুলিশ কর্মীরা। এইসময় আঘাত পায় ৪ পুলিশ কর্মী। জখমরা হলেন গোপাল ঘোষ, আশিস দাস, শ্রীবাস বারুই ও মধুসূদন বেলুই। কুলপি ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসার পর এঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এঁরা প্রত্যেকেই কনস্টেবল। অভিযুক্তের মোবাইল বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা যায়নি। তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি শক্তি মণ্ডল বলেন, কংগ্রেসের পায়ের তলায় মাটি নেই। সকালে আমাদের কর্মীকে মারধর করে। পরে বিকেলে নির্বাচনীসভা বানচাল করার জন্য বোমাবাজি করেছে। আমাদের কেউ জড়িত নয়। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত। পরদিন সকাল থেকেই পুলিশ রুট মার্চ শুরু করেছেন। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার কালাম পেয়াদা, গোলাম পেয়াদা, আসগার মোল্লা ও মসিউর রহমান নামে ৪ জনকে গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতেরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বলে এলাকায় পরিচিত। প্রত্যেকেই স্থানীয় জামালবাঁশবেড়িয়ার বাসিন্দা। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে ধৃতদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানান হয়েছে। ধৃতদের ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মায়ের শেষ পাওনা

শোভন জাতুয়া, কলকাতা: ৭ এপ্রিল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা স্টেশন চত্বরে এক ছেলে তার বৃদ্ধা মাকে রেখে চলে যায়। মায়ের জমি-বাড়ি বিক্রি করিয়ে মাকে নিজের কাছে রাখবে বলে মাকে কলকাতায় আসার প্রস্তাব দেয় পুত্র। সেই মতো মা তার জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে ছেলের সঙ্গে নতুন বাসায় রওনা দেয়। তারপর ছেলে সেই বৃদ্ধ মাকে শিয়ালদহ স্টেশনে একটি চায়ের দোকানের সামনে বসিয়ে হাতে ৫০ টাকা দিয়ে মাকে কিছু খেতে বলে, এবং ছেলেটি বলে, 'আমি টিকিট কেটে আসছি।' মা তাকে জিজ্ঞাসা করে 'সল্টলেকে যাবি তো ট্রেনের টিকিট কাটবি কেন?' ছেলেটি বলে, 'তার আগে এক জায়গা থেকে ঘুরে যেতে হবে।' এই বলে সে চলে যায়।

সকাল ৯:৩০, সেই থেকে বৃদ্ধা ঠায় একই জায়গায় বসে থাকে। বিকাল ৩:৩০, সেই সময় বৃদ্ধার বাঁধভাঙা কান্নায় স্টেশন চত্বরের পথচারীরা বৃদ্ধার কথা শুনে নানারকম মন্তব্য করে এবং তারা দেখে দেখে চলে যায়। সেই মুহূর্তে এক পুলিশ কর্মী সব ঘটনা শুনে বৃদ্ধাকে বলেন, 'আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার মা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে, আমি আমার মায়ের জায়গায় আপনাকে বসাতে চাই এবং আপনি আজ থেকে আমার বাড়িতে থাকবেন।'

অপরদিকে ওইদিনই শিয়ালদহ দক্ষিণশাখার নিউ গড়িয়া স্টেশনে এক মহিলাকে ফেরে রেখে চলে যায় কে বা কারা তা জানা যায়নি। মহিলার শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মহিলার ডানদিক অকেজো এবং সে মুখে কিছু বলতেও পারে না। স্টেশন চত্বরে পথচারীরা তাকে কেউ মুড়ি বা রুটি দিলেও তাঁর মুখে দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

দুপুর ১১টা থেকে মহিলাকে এখানেই এইভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সন্ধা ৬:৩০, সেই মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর উদ্ধার কার্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। নানান লোক নানা মন্তব্য করলেও তাকে সাহায্য করতে কাউকে দেখা যায়নি এবং তার বাড়ির লোকেরও কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সুন্দরবনে নিরাপত্তায় চৌকির জমি দেখলেন স্বরাষ্ট্র সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: সুন্দরবনের জলপথে নিরাপত্তা বাড়াতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জে গড়ে তোলা হবে একটি উপকূলরক্ষী বাহিনীর চৌকি। মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের সরাষ্ট্রসচিব বাসুদেব ব্যানার্জি ফ্রেজারগঞ্জের প্রস্তাবিত চৌকির জমি ঘুরে দেখেন। প্রয়োজনীয় জমি না মেলায় চৌকি তৈরি সম্ভব হচ্ছে না দীর্ঘদিন। এদিন ল্যান্ড কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে বাসুদেববাবু জমি পরিদর্শন করেন। জমি জট কাটে কি না এখন সেটাই দেকার। মুম্বাই হামলার পর রাজ্যের উপকূল এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে তৈরি

হয়েছে বেশ কয়েকটি উপকূল থানা।

রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি জলপথে নিরাপত্তার বড় দায়িত্ব পালন করে উপকূল রক্ষী বাহিনী। হলদিয়াতে বাহিনীর একটি দফতর আছে। সুন্দরবনের জলপথের নিরাপত্তা দিতেন এখানকার কর্মীরা। কিন্তু উপকূল রক্ষী বাহিনী সুন্দরবনের মধ্যে একটি চৌকি করার সিদ্ধান্ত নেয় ২০১১ সালে। নামখানার ফ্রেজারগঞ্জে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একটি চৌকির জন্য জমি খোঁজা শুরু হয়। প্রস্তাবিত চৌকির জন্য প্রয়োজনীয় জমি পেতে হিমশিম খায় জেলা প্রশাসন। এদিন প্রস্তাবিত একটি জমি সরজমিনে পরিদর্শনে যান বাসুদেববাবু। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের ডায়মন্ড হারবার জেটি থেকে উপকূল রক্ষী বাহিনীর হোভারক্র্যাফটে চেপে ফ্রেজারগঞ্জে যান তিনি। যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যমকে বাসুদেববাবু বলেন, 'ফ্রেজারগঞ্জে একটি জমি দেখতে যাচ্ছি। যেখানে উপকূলরক্ষী বাহিনীর চৌকি হবে। সঙ্গে ল্যাণ্ড কমিশনার আছেন। পাঁচ জেলার এসপি বদল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বাসুদেববাবু এড়িয়ে যান।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১২ এপ্রিল-১৮ এপ্রিল, ২০১৪

নির্বাচন কমিশন ভোটকর্মীদের ‘মানুষ’ মনে করে কি ?

নির্বাচন কমিশন এই মুহূর্তে দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা। গণতন্ত্রের মন্দিরের প্রধান দ্বারী। নানা বিতর্ক, নানা চাপের মুখে নির্বাচন কমিশনকে কাজ করতে হয়। নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা তৃণমূলস্তরে যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ হয় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে থাকেন। প্রখর গ্রীষ্মে অধিকাংশ রাজ্য যখন কাহিল সেই সময়ই সাধারণত এই সাধারণ নির্বাচন যজ্ঞ হয়ে থাকে। দেশের সরকারি আধাসরকারি সাহায্য প্রাপ্ত সংস্থা থেকে যেমন ভোটকর্মী নিযুক্ত হন। তেমনই নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা থাকেন সেই সব কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন সামরিক পোশাকের ধরাচূড়া পরে অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নির্বাচনের মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নির্বাচন কমিশন ভোটের আগে ও ভোটের দিন যে সমস্ত ভোটকর্মীরা বুথে বুথে ভোট নিতে যান তাঁদের জন্য ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেও খাবার সরবরাহের কোনও দায়িত্ব নেয় না। ভোটকর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে কোনও রাজনৈতিক দলের কিংবা ব্যক্তির আতিথ্য তারা যেন গ্রহণ না করেন। ভোটগ্রহণ পর্বে কোনও বিশ্রাম বা অবকাশ থাকছে না। আগের দিন থেকেই ক্লান্ত অবসন্ন ভোটকর্মীরা ভোর পাঁচটা থেকেই ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করেন। সকাল ৬টার সময় নির্বাচনী এজেন্টদের উপস্থিতিতে ‘মকপোল’ শুরু করেন। এবারে নতুন নির্দেশিকায় জানান হয়েছে অন্তত ৫০টি ভোট মকপোল করার সময় দিতে হবে। অর্থাৎ ভোটযন্ত্র ঠিক আছে কিনা দেখতে এতগুলি ভোট দিলে বাস্তবক্ষেত্রে সকাল সাতটায় ভোট গ্রহণ শুরু করা কার্যত অসম্ভব।

ভোট চলাকালীন দলীয় প্রার্থীদের এজেন্টরা একাধিকবার বাইরে যেতে পারেন, জল-খাবার খেতে পারেন। কিন্তু একজন প্রিসাইডিং ও তিনজন পোলিং অফিসার বিনা বিরতিতে কাজ করে যেতে থাকেন। তাঁরা যতক্ষণ না আরসিডিসি কেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র জমা দিচ্ছেন ততক্ষণ তাঁরা অন-ডিউটিতে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে পোলিং অফিসারেরা প্রায় নির্জলা থেকে মধ্যরাতে বাড়ি ফেরেন, কেউ বা পরের দিন। বুথে থাকা ওই চারজন অফিসারের জন্য নির্বাচন কমিশন মিড-ডে মিলের মতো যদি খাবার পৌঁছে দিতে না পারলে অন্তত আধঘণ্টা ভোট বিরতির ব্যবস্থা করত তা হলে অনেক মানবিক ব্যাপার হত। অন্যদিকে ভোট গ্রহণের এক ঘণ্টা সময় বৃদ্ধিতে ভোটে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের অসুবিধা না হলেও বুথে থাকা ভোট কর্মীদের জন্য অসুবিধা হল। রাজনৈতিক দলগুলি খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করলে হয়ত তা কমিশনের নিয়ম লঙ্ঘন করে কিন্তু মানবিক ও নৈতিক দিক দিয়ে তা গ্রহণযোগ্য। বুথের ভোটকর্মীদের কথা ভেবে দেখুক নির্বাচন কমিশন।

অমৃতকথা

২০৭। তা হলে আমি তোর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পার, আর তুই মা হয়ে যদি নিজের ছেলের জন্য প্রাণ না দিতে পারিস, তবে এ সংসারে ওর জন্যে আর কে প্রাণ দেবে বল?’ বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘বাবা ওর জন্যে তুমি আমায় যা বলবে তাই করব, তবে প্রাণটা – তা এমন ছেলের জন্যে পরাণ কোন ছার– তবে কিনা এই ভাবি যে, বাচ্ছা কাচ্ছাগুলোর দশা কি হবে? পোড়া কপাল আমার না হলে পেটে এগুলো কেন ধরবো বলো?’ এই কথা শুনতে শুনতে স্ত্রী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ‘বাবা গো, মা গো, ও মা তোদের পরাণে আবার দাগা দিয়ে কেমন করে যাবো গো।’ সন্ন্যাসী বললেন, ‘এর মা তোর এর জন্য প্রাণ দিতে পারলেন না, তা তুমি স্ত্রী তুমি কি তোমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবে?’ স্ত্রী বললে ‘অভাগী আমি আমার কপালে যা থাকে তাই হোক মিছিমিছি বাপ মাকে কাঁদিয়ে কি লাভ হবে?’ এমনি করে সকলেই নিজের নিজের পথ দেখতে লাগল, তখন সন্ন্যাসী রুগীকে বলেন, ‘দেখলেতো কেউ তোমার জন্যে প্রাণ দিতে চায় না, এখন তো বুঝলে কেউ কারও নয়।’ ব্রাহ্মণ তাই দেখে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে গেল।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

আদালতই এখন রাজ্যের নিপীড়িত মানুষদের একমাত্র ভরসা

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

রাজনীতির বেড়াজালে পড়ে প্রশাসনের সব স্তরের আধিকারিকেরাই যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন আদালতের ভূমিকা একমাত্র আশার আলো দেখাতে সমর্থ হচ্ছে। বীরভূমের লাভপুরের ঘটনায় সুপ্রিমকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত যে মামলা রুজু করে তার জের ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। সুপ্রিমকোর্ট একসময় নির্দেশ দেয়, লাভপুরের নির্যাতিতা মহিলাকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে এবং রাজ্য সরকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতের সেই হুকুম তামিল করে। সম্প্রতি মালদহের মানিকচকে জনৈকা ধর্ষিতা মহিলার আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণ মিশ্র। হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত করতে শুক্রবার দুপুরেই মালদহের ভূতনির বসন্তটোলা গ্রামে যান জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ বিভাস পট্টনায়ক। তাঁকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

খবরে প্রকাশ মানিকচকের ধর্ষিতার আত্মাহুতির কারণ হল, সালিশি সভায় নালিশ জানাতে গিয়ে তিনি অপমানিত হন। ওই গৃহবধূ এক কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন পুলিশের কাছে। কিন্তু গ্রামের সালিশি সভায় মাতব্বরেরা তাতে আপত্তি করেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল, অভিযুক্ত কিশোরকে শুধুমাত্র অভিযোগকারিণীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তারপর ২০ বার কান ধরে ওঠবোস করলেই হবে। কিন্তু ধর্ষিতা মহিলা সেই রায় মানতে চাননি। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর ব্যাপারে অনড় থাকেন। তখন সভার মাতব্বরেরা তাঁকে ‘কুলটা’ অপবাদ দেন বলে জানা গিয়েছে। সেই অপমানে গত বুধবার গায়ে আগুন লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে খবরে প্রকাশ। বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনায় হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছেন, এই তথ্য জানার পরেই মালদহে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ সুপার রাজেশ যাদব সেই গ্রামে পৌঁছে যান। মূল অভিযুক্ত নবীন মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তের মা রেখা মণ্ডল ও কাকা বিশ্বেশ্বর মণ্ডলকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

আনন্দের কথা, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণ মিত্র আদালতে বলেছেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কলকাতা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই জনস্বার্থের মামলা দায়ের করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে পুলিশ গুলি চালানোর পরে এভাবেই হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় শেষপর্যন্ত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত।

আদালতের এই নির্দেশ জারি হওয়ার পর সালিশি সভার মাতব্বরদের ধরার জন্য পুলিশি তল্লাশি শুরু হওয়ায় গোটা গ্রাম এখন পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে। তবে যাঁরা সালিশি সভা ডেকেছিলেন এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাউকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সালিশি সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই অপরাধী। সকলকেই গ্রেফতার করতে হবে।

এই ঘটনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের পদক্ষেপের ভিত্তিতে মূলত গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষজন আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন। কারণ, গ্রাম, মহকুমা বা জেলা শহরে পুলিশ প্রশাসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরিব মানুষদের অভিযোগ গ্রহণ করতেই চায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অভিযোগকারি বা কারিণীর বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনকী এফ. আই. আর গ্রহণ করার আগে আকাশ ছোঁয়া টাকা দাবিও করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে থানায় অভিযোগ জানতে যাওয়া অভিযোগকারীদের পুলিশ মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। কথায় আছে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। রাজনৈতিক পালাবদল হলেও এই রাজ্যের পুলিশের চেহারার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এখনও যার বা যাদের হাতে টাকা আছে, তারাই থানাকে নিয়ন্ত্রণ করে আর নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে। বিচারের বাণী আর নীরবে, নিভৃতে কাঁদছে না। যে গৃহবধূ চরম অপমানে আত্মঘাতী হয়েছেন, অন্তত তাঁর আত্মা হয়ত সব ঘটনা পরম্পরা দেখার পর একটু শান্তি পাবে। আর পুলিশ, প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা অবশ্যই হোঁচট খাবে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আদালতের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে সেলাম জানাবে রাজ্যের অগণিত নিপীড়িত মানুষ।

যাদের হাতে টাকা আছে, তারাই থানাকে নিয়ন্ত্রণ করে আর নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা।

পাঠকের কলমে

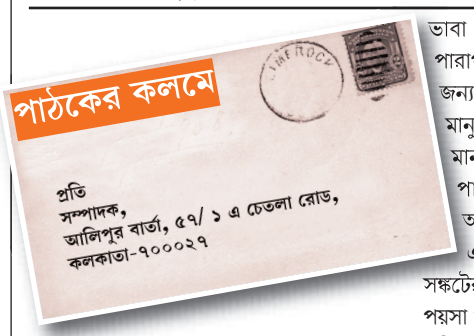

বৃদ্ধদের রাস্তা পারাপারের সুব্যবস্থা চাই

বয়স্ক মানুষদের জন্য সরকার বেশ কিছু ব্যবস্থা করেছেন এবং বাসের সিট, ট্রেনের সিট, ট্রেনের টিকিটের মূল্য হ্রাস ইত্যাদি। এর সঙ্গে ভাবা দরকার কলকাতার চলন্ত পথে রাস্তা পারাপারের কথা। এখানে রাস্তা পারাপারের জন্য সময় খুবই অল্প দেওয়া হয়। শক্ত সমর্থ মানুষেরা রাস্তা পারাপার হতে পারলেও বয়স্ক মানুষ এবং রোগীদের সেই সময়ের মধ্যে পারাপার করা অসম্ভব। প্রতিবন্ধী এবং অন্ধরা রাস্তার সংকেত বুঝতে পারেন না। এ অবস্থায় তাঁরা পারাপার হতে গিয়ে সঙ্কটের মুখে পড়েন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক পয়সা খরচ করে ট্রাফিক পুলিশ, হোমগার্ড, গ্রিন পুলিশ নিয়োগ করেছেন। তাঁদেরকে দিয়ে অথর্ব মানুষগুলোকে পার করার ব্যবস্থা করেন। তাহলে হতভাগ্য মানুষগুলো রাস্তা পারাপার হতে স্বস্তি প্রকাশ করেন।

প্রদীপ্ত প্রামাণিক
সা’নগর রোড, কলকাতা-২৬।

আপনিই রিপোর্টার

পাঠকেরা আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক উন্নতি-অবনতির খবর ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন - ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা- ২৭। ইমেলও করতে পারেন alipur_barta@ yahoo.co.in, alipur-barta1966@ gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

রাজ্য রাজনীতি

বিজেপি'র ভোট বাড়তে পারেঃ বিমান বসু

রূঢ় বাস্তব মেনে মঙ্গলবার ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাব আয়োজিত 'ফেস টু ফেস' অনুষ্ঠানে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বললেন, আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোট বাড়তে পারে। একই সঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, অনেকগুলি আসনে বিজেপি'র সঙ্গে তৃণমূলের গটআপ খেলা চলছে। এদিন শ্রী বসু'র কথায় স্পষ্ট হয়ে যায়, বিজেপি'র ভোট কাটাকাটির ওপর বামেরা অনেকটাই নির্ভর করে আছে। সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্ট আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কত আসন পাবে, এ-প্রসঙ্গে বিমান বসু বলেন, বামেরা এবার গোল্লা পাবে কারণ, এ-কথা বলে দিয়েছেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী।

তাই আমরা কত আসন পাব তা কি করে আগে থেকে বলব? তবে কোনও কোনও আসনে কংগ্রেস, বিজেপি ভাল জায়গায় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বামেদের প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস। বামেদের প্রস্তাবিত তৃতীয় ফ্রন্টের বিষয়ে তিনি বলেন, এবার তৃতীয় ফ্রন্ট আগে থেকে হয়নি। নির্বাচনের পরেই বোঝাপড়া হবে।

ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও অন্যান্যরা। ছবিঃ অভিমন্যু দাস

কেরালায় আরএসপি, এলডিএফ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ওরা সত্যিকারের আরএসপি কিনা তা চিন্তাভাবনা করে দেখতে হবে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের বেহাল দশা

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গেলেই বোঝা যাবে, দলের অবস্থা কেমন? চারিদিক অগোছাল। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এই জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের আধিক্য রয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই, সাম্প্রতিককালে মুসলমান সম্প্রদায় তথা পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ভাবনা চিন্তা করছেন, তাতে বেশিরভাগ মানুষ সার্বিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মুর্শিদাবাদের তিনটি আসনের মধ্যে দুটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের হেরে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একমাত্র বহরমপুরে অগণিত মানুষজনের ধারণা, কোনও অবস্থাতেই অধীর চৌধুরীকে হারানো সম্ভব নয়। কারণ তিনি সারা বছর ধরে ব্লক স্তর পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের প্রার্থী মহম্মদ আলি তো অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

এখন থেকেই তলায় তলায় কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার পথ খোলা রাখা হচ্ছে। এমনকী দলের কর্মীরাও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তিনি মাঝেমধ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, বহরমপুরের দলীয় প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেনকে পঞ্চায়েত স্তর অবধি প্রচারে না নিয়ে যেতে বলেছেন। কারণ, তাঁর মতো গায়ক-শিল্পীকে ওই স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াটা সমুচিত হবে না বলে শ্রী বক্সী মতপ্রকাশ করেছেন। সমস্যা হয়েছে, ওই জেলায় তৃণমূলের নেতৃত্বের একাংশ খুনের মামলার আসামী, মদ ব্যবসায়ী, তোলাবাজেরা দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে, জঙ্গীপুরে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের খাতা খুলতে পারে। সেখানে তাদের প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে মানুষের সাড়া পাচ্ছেন, তাতে অনেকেরই মনে হচ্ছে নুরুল ইসলাম জিতে যাবেন।

কমিশনের কাছে নতি স্বীকার করলেন মমতা

নির্বাচন কমিশন রাজ্যের আট জন অফিসারকে বদলি করার সিদ্ধান্তে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দুটি সাধারণ নির্বাচনী সভা থেকে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-নির্বাচন কমিশনার বিনোদ জুসির বিরুদ্ধে যেহেতু গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, তাই তাঁকে অবিলম্বে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। কিন্তু মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তিনি নির্বাচন কমিশনের সব প্রস্তাবে সম্মতি জানান। এর আগে পুরুলিয়ার কোটশিলার নির্বাচনী সভায় মমতা বলেন, যত রাগ বাংলার ওপর। কেন? কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধারণ ঘরের মেয়ে।

আমি চোর না ডাকাত না খুনি? দিল্লি ধমকাবে, চমকাবে, তা মেনে নেব না। আমি মাথা নত করব না। বাংলা মাথা নত করে না। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি যে সম্পূর্ণ অবহিত তা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, জনগণ আমাকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়েছে, তাই এমন অযৌক্তিক বদলির প্রতিবাদ করেছি। দায়িত্ব আছে বলেই কমিশনের অন্যান্য ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মানতে পারছি না। তিনি বলেন, এখন নির্বাচন চলছে, তাই। না হলে সুপ্রিমকোর্টে গেলে জাস্টিস পেতাম। প্রতিবাদ করার সাহস সকলের হয় না। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা রাখার জন্য আমিই না হয় প্রতিবাদ করলাম। যে আটজন অফিসারকে নির্বাচন কমিশনের আদেশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন,

নির্বাচনের পরে এঁদের প্রত্যেককে সিএমও-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ দফতরে দায়িত্ব দেব। কারণ, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কমিশন জানাতে পারেনি।

যাঁরা নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন তারাও ভাল। তবে অভিজ্ঞতা কম। তাই আপত্তি ছিল। মমতা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে যত আঘাত করবেন ততই আরও ঘাসফুল ফুটবে। আগে মনে হচ্ছিল ৩৬-৩৮টা আসন পাব। এখন মনে হচ্ছে, ৪২টি আসনই পাবে ঘাসফুল। ■*নারদ গায়েন*

সোনারপুরে চোলাই কারবারি গ্রেফতার

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুরঃ সাম্প্রতিকালের সাট্টা, জুয়া ও চোলাই কারবার বিরোধী অভিযানে কয়েকদিন আগেই সোনারপুর থানার পুলিশ এসআই তরুণ রায় ও রাজেশ দাস বড় সাফল্য পেলেন চোলাই কারবারি অভিজিৎ নস্করকে পাকড়াও করে। সোনারপুরের আবগারি দফতর থেকে তাঁর নামে ওয়ারেন্ট বার হলেও তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছিল আবগারি দফতর। সোনারপুর থানায় এই পরোয়ানা আসার পরেই গড়িয়া স্টেশন ও নরেন্দ্রপুরের মাঝামাঝি শ্রীখণ্ডা এলাকায় চোলাই সমেত তাঁকে হাতে নাতে ধরলেন থানার ক্রাইম টিমের অফিসার তরুণ রায় ও রাজেশ দাস। লোকসভা নির্বাচনের আগে অঞ্চলের সমস্ত চোলাইয়ের কারবারস্থল বন্ধ করার জন্য দৃঢ় প্রদক্ষেপ নিয়েছে এই থানার পুলিশ। এছাড়া প্রায় ২০ জন জুয়া, সাট্টা ও বেআইনি মদ বিক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত কিছুদিনের মধ্যে।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মৎস্যজীবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবাঃ সোমবার সারজেলিয়া ৪ নম্বর মিত্রবাড়ি গ্রামের ৪ মৎস্যজীবী গাজির খালে যখন কাঁকড়া ধরছিল, তখন এক বাঘ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মৎস্যজীবী আজিজ গাজির ওপর। তার সঙ্গীদের আক্রমণে মৎস্যজীবীকে ছেড়ে বাঘ পালায়। জখম ব্যক্তিটিকে নৌকা করে আনার সময় পথেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। এই কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর ও রাজ্যের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখীরা এক মৎস্যজীবীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডাইরেক্টর বলেন, এমন খবর পাওয়া যায়নি।

কর্মীসভার জনজোয়ারে উন্নয়নের ডাক প্রতিমা-খয়রুলের

মেহবুব গাজী, জয়নগরঃ তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর) বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ছোট ছোট কর্মীসভা করে চলেছেন। সম্প্রতি মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে সভা রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। সুমিলন যুবকসংঘ ও স্থানীয় নেতা অজয় ঘোষের

রাস্তা নিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

উদ্যোগে তালদি ফুটবল মাঠে এদিন উপস্থিত ছিলেন অজস্র সমর্থকের সঙ্গে ওই ব্লকের সর্বস্তরের তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ।

এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক নমিতা সাহা, সভাপতি টিঙ্কু ঘোষ, সহ-সভাপতি খয়রুল হক লস্কর

প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর) মগরাহাট পূর্ব বিধায়ক নমিতা সাহা ও মগরাহাট (২) ব্লক সহসভাপতি খয়রুল হক লস্কর। ছবিঃ প্রতিবেদক

ও আরও অনেকে। প্রার্থী শ্রীমতি মণ্ডল কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, রাজনীতি মানে খুনোখুনি নয়। যদি মানুষ নিপীড়িত হন, তাহলে তাঁরা আন্দোলন করে ক্ষমতা আদায় করে নেবেন। রাজনীতির আসল অর্থ মানব ধর্ম।

গত ২ বছর ৮ মাসের শাসনকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনকে সরিয়ে এলাকার উন্নয়নের জোয়ার বয়েছে।

খয়রুল হক লস্কর মুখ্যমন্ত্রীকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'গতবারে যিনি সাংসদ ছিলেন তিনি তাঁর নিজের টাকায় কিছু করেননি। তিনি আমাদের সরকারের সহযোগিতায় এলাকার কাজ করেছেন, অথচ সংসদে আমাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। অথচ তিনি আমাদের সমর্থনে জিতেছিলেন। এখন এলাকায় আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন।'

এদিনের কর্মীসভায় গ্রামবাসীরা প্রার্থীকে ঘিরে এলাকার রাস্তাঘাটের সমস্যার উল্লেখ করে বলেন, হলুদবেড়িয়া থেকে উড়ালচাঁদপুর পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা বহুদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে।

শ্রীমতি মণ্ডল আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমার প্রথম কাজ এলাকার রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন।

সী মা না ছা ড়ি য়ে

কুমায়ূনের পথে নন্দাদেবীর পদতলে

অনিমেষ সাহা

পাহাড়ি পথে সূর্যাস্ত দেখার সাক্ষী হলাম এই প্রথম। ভারতের শেষপ্রান্তে স্বামী বিবেকানন্দের সাধনভূমিতে দাঁড়িয়ে যখন তিন সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে দিনের শেষ সূর্যের আভাটুকু দেখেছিলাম তার থেকে এর অনুভূতি সম্পূর্ণ পৃথক। সামনের ধ্যানমগ্ন ঋষি ত্রিশূল বেদিনীবুগিয়ালে মহাপ্রান্ত যাকে একদা দেবলোক বলে গণ্য করা হত সেই ভূমিতে বঙ্গবাসী আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে গগন জোড়া লাখো রঙের আলোর রোশনাইয়ে নিজেদের অস্তিত্বটা যেন ভুলেই গেলাম। সত্যিই কত ক্ষুদ্র আমাদের এই মানব সভ্যতার দর্পভরা পদচারণা। ওই মেঘের ফাঁক দিয়ে ভেসে ওঠা সমস্ত সৌরজগৎ আবার তার পারে যে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে তার কতটুকুই বা বুঝতে পারছি। অনন্ত লোকের কত কত স্তর পার করে সেই আলো কোথা গিয়ে যে পড়ছে জানি না। এভাবে আলোরা আসে যায় প্রতিদিন। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আলোর বিহনে মেঘের দল তখন নীলকণ্ঠ ফুলের সারির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। যে মেঘগুলো কিছুক্ষণ আগে লাল, গোলাপি, হলুদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা এখন রঙ বদলাচ্ছে। চাঁদ উঠল কিন্তু কিছুটা মেঘে ঢাকা। বেদিনীবুগিয়ালের সামনের পাহাড়টাকে ভুতের মতো মনে হতে লাগল। অন্তরীক্ষের কৃষ্ণগহ্বর থেকে উঠে আসা অন্ধকার ঢেকে ফেলল সমগ্র উপত্যকাকে। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নীল গঙ্গার জলের ধারা সোঁ সোঁ আওয়াজ করে বয়ে যাচ্ছে বহুদূরে। সমগ্র অঞ্চলটা নিস্তব্ধ আর শান্ত। সঙ্গীদের টর্চ লাইটের আলো লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম আমাদের তাঁবুতে। তিনটি তাঁবুর দুটিতে একে অন্যের সঙ্গে গল্পে মগ্ন। সুব্রত, সোমনাথ, হাটুই, সুজয়বাবু আরও সবাই মিলে চৌদ্দ জনের দল আমাদের। অনেক পরিকল্পনার পর আমরা পাড়ি দিয়েছিলাম গাড়োয়াল হিমালয়ের মহাতীর্থ রূপকুণ্ডের উদ্দেশে। অমৃতসর এক্সপ্রেসে চেপে লক্ষ্ণৌ, থেকে সেখান থেকে আবার নৈনিতাল এক্সপ্রেসে করে লালকুঁয়া। লালকুঁয়া থেকে জিপে করে আলমোড়া, কৌশলী হয়ে লোহাজঙ্গ। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম লোহাজঙ্গ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। লোহাজঙ্গ নিয়ে একটি পৌরাণিক গল্প আছে। লোহাজঙ্গ নামে এক দুর্বৃত্ত অসুরকে বধ করেছিলেন নন্দাজননী। তাই ভোর হতেই গেস্ট হাউসের উপরে সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। সকালের নরম আলো এসে পড়েছে, মন্দিরের ওপর। ছবির মতো সেই গ্রামটি মনের ভেতরে স্নেহের পরশ লাগিয়ে দেয়। বার বার মনে হয় কি করে এই জায়গায় কোনও সুর কীভাবে থাকতে পারে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতশুভ্র ত্রিশূল আর নন্দাদেবী। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপ নেমে গিয়েছে। ছোট ছোট বাড়ি, ক্ষেত, গাছপালা, সকালের আলো ঝিকিয়ে ওঠায় ঘুমের আড়মোড়া ভেঙে সবে উঠে বসেছে, গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার খিলাপ সিং দামুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। জানলাম এখানে শিক্ষার সেরকম অগ্রগতি হয়নি। স্কুল আছে, কলেজে পড়তে গেলে দূরে যেতে হয়। হাসপাতাল নেই। তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলে তবে দূরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। বলতে বলতেই তার ছোট ছেলে এক কাপ চা নিয়ে এসে হাজির। এই ছেলেটিকে নাকি কোন এক মেম সাহেব পড়া আর খরচ দেবে বলেছিল। খিলাপ সিং সেই আশায় এখনও আছে। ছেলেটি কাছে এলে একটি ইংরাজি বই থেকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বললে আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। ছেলেটি কবিতা পড়লে দেখলাম খিলাপ সিং-এর মুখটি এক অজানা গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাস্তা দিয়ে তখন ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলে চলেছে। পাহাড়ি গ্রামটায় তখন ভোরের আলো ঝিকমিক করছে।

> **রেহিলাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে অমোঘ অস্ত্র দেবাদিদেব দেন তাই হল ত্রিশূল।**

গাইড কেদার সিং, মালবাহক, কুক, পাহাড়ি খচ্চর সবাই হাজির। রূপকুণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হবে। সুজয়বাবু তার পরিকল্পনা মতো সবাইকে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। আমরা নন্দাদেবীর উদ্দেশে জয়ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অজানার আনন্দ অনুভূতি আমাকে সেই নীল আকাশের মানুষ করে তুলল। মনে পড়ল সোমনাথের কথা। সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে কীভাবে ভুলিয়ে রেখে এসেছে। মাকে কাঁদিয়ে, স্ত্রীকে কাঁদিয়ে কোন রহস্যময় পথে চলেছে সে এবং আমরা সবাই। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে কোথায় নিয়ে যেতে চায় তা আমরা কেউ জানি না। পুরাণ খুঁজলে পাওয়া যায় নন্দাভগবতীর স্বামী সন্দর্শনে কৈলাসে যাত্রার কাহিনী। পাইন-চীরের পথ ধরে তিনি চলেছেন। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে নীলগঙ্গা তার সাথী। বৈদিনীকুণ্ড সেই নীল গঙ্গার উৎস। নীল গঙ্গা পেরিয়ে তৃণভূমির মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছান রূপকুণ্ড, রূপকুণ্ড থেকে সিওনার গলি পেরিয়ে শৈল সমুদ্র। কিন্তু দেবী ক্ষুধা, তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। স্বামীর প্রতি অভিমানে হোম শুরু করেন। তাই এখনও সেই স্থানের নাম হোমকুণ্ড। কুমায়ূনে নন্দাদেবী সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। নন্দাদেবীকে নিয়েই নন্দাষ্টমী বা নন্দা যাত্রা। ছোট নন্দা যাত্রা বৈদিনী কুণ্ড অবধি। আর বড় নন্দা যাত্রা যা হয় প্রত্যেক ১২ বছর অন্তর। বড় নন্দাজাতের পুরোভাগে থাকে নুটিয়ালরা। এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পেরিয়ে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তীর্থযাত্রীরা হোমকুণ্ডে পৌঁছান। তারপর সুতোল, কুনোল হয়ে ফিরে আসে ওয়াং গ্রামে। নন্দাদেবী তাদের প্রিয় দেবী। সুখে দুঃখে মা নন্দা তাদের সঙ্গে থাকেন। তাই নানা কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। ক্ষুদ্র রাজ্য রোহিনার তরুণ রাজা নন্দাদবীর প্রতি আকৃষ্ট হন। কুমায়ূনরাজ ক্রুদ্ধ হলে রাজকুমার সৈন্যদল নিয়ে কুমায়ূন রাজ্য আক্রমণ করেন। কুমায়ূন রাজ পরাজিত হলে রাজকুমার রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হন। নন্দাদেবী সবার অলক্ষে রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যান। শুরু হয় দেবীর তপস্যা। দেবাদিদেব তুষ্ট হয়ে তাকে স্থাপন করেন গিরিশৃঙ্গে। সেই পর্বতের নাম নন্দাদেবী। আশ্রয় লাভের পূর্বে যে পর্বতশীর্ষে বিশ্রামলাভ করেন তার নাম নন্দাঘুন্টি। নন্দাদেবীর পূর্বদিকে যে পর্বত, সে পর্বত নন্দাদেবীর সুরক্ষিত দুর্গ। তার নাম নন্দাকোট। রেহিলাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে অমোঘ অস্ত্র দেবাদিদেব দেন তাই হল ত্রিশূল। আজও যে নন্দাদেবীর প্রহরায় রক্ষিত।

পেছনে তাকিয়ে দেখি প্রদীপ্ত ধীরে ধীরে আসছে। কেদার সিং-এর হাতে ছড়ি। ছোট্ট শক্তপোক্ত চেহারার মানুষ। তার সঙ্গে পরিচয় হতে রূপকুণ্ডের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। শুনে নিরাশ হলাম যে রূপকুণ্ডে এসময় নাকি বরফ জমে আছে। তাই শেষপর্যন্ত যেতে পারব কিনা সন্দেহ, কিন্তু মোহগ্রস্থ মন। তাই মনের ভেতর থেকে একটি সুর সমস্ত বাস্তবকে ছাড়িয়ে বলে উঠল পৌঁছে যাবি। নদী ছন্দে ছন্দে বয়ে চলে। তার সাথী হয়ে পাইন চীর গাছের পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মনে হচ্ছিল কলকাতার ইটকাঠের ইমারত আর পেট্রোলের ধোঁয়া-য় থেকে আমরা কতটাই প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারি। এই নির্জন পর্বতের অরণ্যভূমিতে বৃক্ষলতা, স্রোতস্বিনী, তুষারাবৃত শৃঙ্গই শুধু নয়। পায়ের তলায় পড়ে থাকা ছোট নুড়িপাথরও কত মূল্যবন। সেই কোন পুরাণ যুগে দেবী নন্দাভগবতী এই নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন। রাজা যশোদয়াল সিং, রানী বল্লভা, তার সৈন্যরা, নর্তকীরা, স্বামী প্রণবানন্দ, কত ঋষি মুনি, বিখ্যাত পর্বতারোহী।

রাজা যশোদয়াল সিং-এর কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল রূপকুণ্ডের রহস্যময়তার, গাম্ভীর্যের ইতিকথা। শত শত মানুষের দেহের অস্থি, কঙ্কাল আজও পড়ে আছে রূপকুণ্ডের পাশে। তাই স্বামী প্রণবানন্দজী লিখেছেন - 'যদি তোমরা হিমালয়ের রূপ সৌন্দর্য দেখতে চাও তবে রূপকুণ্ড ঠিক নির্বাচন নয়। বরং হিমালয়ের রহস্যময়তা এবং রোমাঞ্চকে অনুভব করতে চাও তবেই রূপকুণ্ড সঠিক নির্বাচন।' বগুয়া বাসায় তৈরি তাঁর ছোট্ট কুটির এখনও ভগ্নদশায় আছে। শতশত কঙ্কাল যে কাদের তা নিয়ে এখনও সংশয় আছে। এই নিয়ে এখনও সংশয় আছে। এই নিয়ে বহুদিন ধরে গবেষণা চলেছে। যে কাহিনী কুমায়ূনের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় তা হল রাজকর্ম পালনে বিভিন্ন অনাচার পাপাচার রাজা যশোদয়ালের মনকে ব্যথিত করেছিল।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

কলকাতায় বসবাসকারী অসমিয়ারা মেতে উঠবেন বিহু উৎসবে

গীতাঞ্জলি

পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, বিহু'র গানের সুর কানে এলেই যে কোনও অসমিয়ার মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। তবে বয়সের সঙ্গে উপলব্ধিটাও পাল্টে যায়। বিভিন্ন ধরণের মানুষদের স্বরূপ চিনতে পারার জন্য বিহু উৎসবের কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন অসমের মানুষ। কারণ, বিহুই তাদের শিখিয়েছে মানুষের আলাদা কোনও জাত নেই। অনেকে বলেন, বিষুবরেখা থেকে বিহু'র উৎপত্তি হয়েছে। আবার অনেকে বলেন, বৈশাখ অর্থাৎ বহানা শব্দ থেকে বিহু'র সৃষ্টি হয়েছে সত্যের তাগিতে, যে সত্য মানুষকে শিখিয়েছে ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করতে, শিখিয়েছে মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে। অসমে অচ্ছুৎ কারো অস্তিত্ব নেই। এর্য্য মূল কারণ হল বিহু। অনেকদিন আগে অসমের মহিলারা পরম স্নেহে এবং নিপুণতায় বুনতে শুরু করেন 'বিহুওয়ান' (বিহুর গামোছা) সেই গামোছা'র খ্যাতি এখন জগৎ বিখ্যাত। বহাগ বিহু'র সময় এলেই আজও অসমের ঘরে ঘরে মহিলারা তৈরি করেন পিঠা-পোনা (নিজেদের চিরন্তন খাবার)। আর অসমিয়া যুবক চলে যায় নিকটবর্তী জঙ্গলে ভরা পাহাড়ে, যেখান থেকে আনা 'কাপু' ফুল সে গুঁজে দেবে তার প্রেয়সীর খোঁপায়। বিহু'র সময় অসমের শহর-গ্রাম, সর্বত্র মানুষজন সংগঠিত করেন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

অসমকে বলা হয় নীল পর্বত আর লাল নদীর দেশ। এখানকার সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের। বিহু উৎসব সেই ঐতিহ্যকে রঙিন করে তোলে। প্রায় সাতদিন ধরে চলে এই উৎসব। এই সময় আনন্দে অবগাহন করার পাশাপাশি নতুন বছরে শপথও নেওয়া হয়। যেসব অসমিয়ারা রাজ্যের বাইরে থাকেন তারা অবশ্যই এই দিনটিকে 'মিস' করেন। রাজ্যের বাইরে থাকা মানুষজন অনেককেই এই সময় ঘরে ফিরে আসেন। তবে স্বল্প সময়ের জন্য ঘরে ফিরে আসা সময়ে তাদের মন ভরে না।

কলকাতা আসামিজ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (যার আগের নাম ছিল সৃষ্টির রামধনূ) ২০১০ সাল থেকে কলকাতা বহাগ বিহু অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। ওই অনুষ্ঠানে অসম ও বাংলার অনেক খ্যাতনামা মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০১৩ সালে কলকাতায় বসবাসকারী প্রায় কয়েকশ অসমিয়া মানুষ ওই অনুষ্ঠানে সর্বোতভাবে যোগ দেন। একইসঙ্গে কলকাতায় বসবাসকারী অসমিয়া যুবতীদের সঙ্গে 'বিহুরানী'-দের বাছাই করে নৃত্য প্রদর্শন করেন। সেখানে উপস্থিত থাকেন অসমের পুরনো 'বিহুরানী'রা বিচারক হিসেবে। এই বছর কলকাতায় বহাগী উৎসব পালিত হবে শিশির মঞ্চে আগামী ১১ মে। মুকলী বিহু'র (প্রকাশ্যে সভা) মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হবে। এরপর অনুষ্ঠিত হবে 'বিহুরানী ২০১৪'র বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতা। পরিকল্পনা রয়েছে ওই অনুষ্ঠানে অসমিয়া লোকনৃত্য পাশাপাশি বাংলার লোকনৃত্যও প্রদর্শন করার। ওই দিনের অনুষ্ঠানে উন্মোচন করা হবে, সংস্থার বার্ষিক স্মরণিকা 'সৃষ্টির রামধেনু'। আশা করা যায়, বাংলা ও অসমের কৃতী মানুষদের সম্মেলনে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এই অনুষ্ঠান।

পেইন্টিং ও আলোকচিত্রের যুগলবন্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারি গোল্ডে আর্টহ্যাব আয়োজিত 'লেন্সেস অ্যান্ড ব্রাশেস' শীর্ষক এক পেইন্টিং ও আলোকচিত্রের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। ৩৭ জন নবীন শিল্পীর আঁকা ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি ছবিই জীবনের নানান রংকে ক্যানভাসে নানারূপে ফুটিয়ে তুলেছে বিশেষত, প্রগতি সাউ ও স্নেহাংশু দাস'র আঁকা গ্রাম বাংলার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিকের সাহায্যে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এছাড়া প্রশান্ত কুমার দাসের আঁকা ছবিটিও যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। পেইন্টিং-এর পাশে ৩৮ জন নবীন আলোকচিত্র শিল্পীর অসাধারণ ছবি প্রকৃতি ও জীবনের নানান মুহূর্তকে দারুণভাবে তুলে ধরেছে। পিকে দেবনাথ, আপনবরণ বিশ্বাস ও উৎপল দত্ত'র ছবি সত্যিই মুগ্ধ করে দেয়।

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন প্রবীণ অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়া, বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী সুনীল দত্ত ও অতনু পাল এবং এই সময়ের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিল্পী সনাতন দিন্দা এবং স্থানীয় পৌরমাতা তনিমা চট্টোপাধ্যায় ও সেনকো গোল্ড এবং এমডি শঙ্কর সেন। এই প্রদর্শনীটি আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, নফরগঞ্জ: ৮ এপ্রিল বাসন্তী পুজোর নবমীর দিনে বাসন্তী বর্ডার দীপাঞ্চল সুরক্ষা সমিতি এবং নফরগঞ্জ বাসন্তী পুজা ও মেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে নফরগঞ্জ চৌরঙ্গী সুপারমার্কেটে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। মোট ৫৩ জন রক্ত দাতার মধ্যে মহিলা ছিলেন ২৫ জন।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী নিমাই ঘোষ ও ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রামজী রাম।

কলকাতার ওয়েস্টবেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন হয়। শীঘ্রই এখানে বাসন্তী স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন শিবির হবে।

বসন্ত উৎসব

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: ক্যানিং থানার স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে মিত্রমহল স্পোর্টিং-এর আয়োজনে ঋতুরাজ বসন্ত মিলন উৎসব চলছে ৬-১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে মুকাভিনয়, আদিবাসী নৃত্য, শ্রুতি নাটক, আবৃত্তি, নাটক, সঙ্গীত প্রমুখ অনুষ্ঠান চলল প্রত্যেকদিন অপরাহ্নে।

এছাড়া বাসন্তী পুজোও যথাযথভাবে আয়োজিত হয়েছিল। মেলা কমিটির সম্পাদক অজয় বাইন জানান, ২০টি বেসরকারি স্টল এসেছিল।

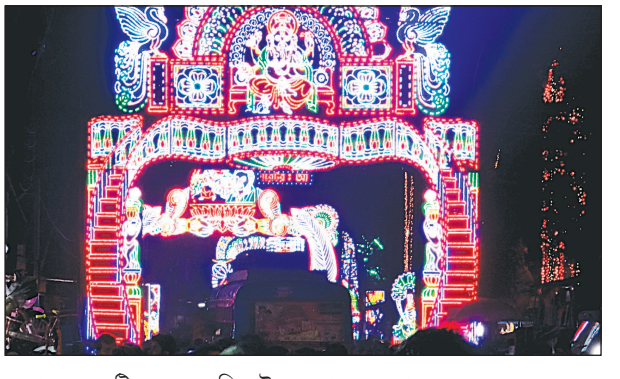

সুন্দরবনের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে মেলায় এলাকার কয়েকশ মহিলা নিষ্ঠাসহকারে কাজ করেছেন।

মোদি সরকারের জমি নিয়ে ফাটকাবাজি

প্রথম পাতার পর

২০১২ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে বিজেপি প্রার্থী করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, একসময় আমি আরএসএস এবং বিজেপি'র শিবিরের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি। গুজরাত কংগ্রেসের সভাপতি অর্জুন মোধ ওয়াদিয়া বলেছেন, মোদির সভায় হাজির থাকার জন্য তাঁর দল যেখানে দর্শকদের কাছ থেকে ১০ টাকা করে চাঁদা নেয় সেখানে 'তালাথি' পদের জন্য এক একজন প্রার্থীর কাছে থেকে ১০ লক্ষ টাকাও নেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি অধ্যাপক হেমন্ত শর্মার লেখা 'সাচ্চাই গুজরাত কী' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেখানে লেখা হয়েছে, ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত গুজরাতের উন্নয়নের হার ছিল ১.০৪ শতাংশ, যা তৎকালীন সময়ে জাতীয় উন্নয়ন হারের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু ২০০২ থেকে ২০১২ সাল অবধি উন্নয়নের হার ১.২৬ শতাংশ নেমে আসে। হেমন্ত শর্মা লিখেছেন, আমরা অর্থাৎ গুজরাতবাসীরা ক্রমশই '৬০ সালের দিকে ফিরে যাচ্ছি। অন্য একটি সূত্রের খবরে প্রকাশ, আপাতত গুজরাতে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন রাজ্যের ৩৯ শতাংশ মানুষ।

একসময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাটাদের ন্যানো প্রজেক্ট যখন গুজরাতে চলে যায় তখন বিস্তর হৈ চৈ হয়েছিল। জানা গিয়েছে, ১১০০ একর জমি যা গুজরাত সরকার ভেটেনারি হাসপাতাল তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল, তা টাটাদের মাত্র ৯০০ টাকা স্কোয়ার মিটার দরে বিক্রি করা হয়। অথচ ওই জমির বর্তমান বাজারদর স্কোয়ার মিটার প্রতি ১০ হাজার টাকা। গুজরাত সরকার এই প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করার জন্য টাটাদের ৯৫৭০ কোটি টাকা ধার দিয়েছে এবং ধার দেওয়া টাকার জন্য সুদ হিসেবে ০.১০ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার টাকা দেওয়ার ব্যাপারে আগামী ২০ বছর 'মোরাটোরিয়াম' (স্থগিতাদেশ) জারি করেছে। অর্থাৎ আগামী ২০ বছর টাটাদের এই প্রকল্প বাবদ কোনও টাকা ফেরৎ দিতে হবে না।

গুজরাতের কচ্ছ জেলায় ৪১,৬২,৩৬,৯২৪ স্কোয়ার ফিট জমি মোদি ঘনিষ্ঠ আদানিদের দেওয়া হয়েছে। এর জন্য আদানিদের, রাজ্য সরকারকে ১ টাকা থেকে ৩২ টাকা স্কোয়ার ফিট হিসেবে দিতে হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আদানিদের দেওয়া জায়গার সবটাই জলাজমি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, আদানিরা এই সব জমির দখল পাওয়ার পর তার অনেকাংশ কয়েকটি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাকে ৮০০ থেকে ১০ হাজার টাকা স্কোয়ার মিটার দামে বিক্রি করে দেয়। তারা ইন্ডিয়ান ওয়েল করপোরেশনকে ৮ হাজার টাকা স্কোয়ার মিটার দামে ওই জমির বেশ কিছু অংশ বিক্রি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, ওই সব জমি যখন বিক্রি করা হল, তখন সরকারি তত্ত্বাবধানে করা হল না কেন!

খোদ রাজ্যের রাজধানী গান্ধীনগরে কে. আহুজা করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডকে ৩,৭৬,৫৬১ স্কোয়ার মিটার জমি প্রতি স্কোয়ার মিটারে মাত্র ৪৭০ টাকা হিসেবে সরকারিভাবে বিক্রি করা হয়েছে। এর জন্য আগে থেকে কোনও নীলাম বা টেন্ডার ডাকা হয়নি। এই লেনদেন সম্পূর্ণ হয় ২০০৬ সালের ৮ মে। কিন্তু তার আগে ২০০১ সালের ৪ মে ভারতীয় বায়ুসেনার দক্ষিণ-পশ্চিম এয়ারকম্যাণ্ডের পক্ষ থেকে গুজরাত সরকারের কাছে থেকে জমি চাওয়া হয়। কিন্তু তা অনেকদিন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। একসময় প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করার পর প্রতি স্কোয়ার মিটার পিছু ১১০০ টাকা দরে ভারতীয় বায়ুসেনাকে জমি দেওয়া হয়।

রাজ্যের শিল্পে উন্নয়ন করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই রাহেজা, ডিএলএফ, আইসিআইসিআই, সত্যম এবং পুরী ফাউন্ডেশনকে জমি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও অবধি সেগুলিতে এক ইঞ্চিও মাটি গাঁথা হয়নি।

এরকম জমি কেলেঙ্কারির ভূরি ভূরি উদাহরণ আমাদের দফতরে জমা আছে। এধরনের আর একটি জমি কেলেঙ্কারির প্রকৃষ্ট উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। আর্চিয়ান কেমিক্যালস এবং সোলারিস কেম টেক নামে দু'টি বেসরকারি সংস্থাকে গুজরাত সরকার যথাক্রমে ২৪০২১ হেক্টর এবং ২৬৭৪৬ হেক্টর জমি বিক্রি করে। কচ্ছের রানের একটি জায়গায় নুন এবং নুনভিত্তিক নানান ধরনের কেমিক্যালস তৈরির জন্য তাদের স্কোয়ার মিটার প্রতি ১৮০ টাকা দামে ওই জমি বিক্রি করা হয়। ওই জমিটি ভারত-পাক সীমান্তের লাগোয়া। কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়টি রাজ্য সরকার কখনই বিবেচনা করেনি।

ক্যাগ (সিএজি) রিপোর্টে বেশ কয়েকবার এই জমি বিক্রির ব্যাপারে বিপরীত মনোভাব প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু গুজরাত সরকার এখনও কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। গুজরাত হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই ৫৮টি লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে এবং সেগুলির ক্ষেত্রে আবার নতুন করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে রাজ্য মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য শ্রী সোলাঙ্কিকে তিরস্কার করলেও এখনও পর্যন্ত তিনি মন্ত্রীত্বে বহাল তবিয়তে আসীন রয়েছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০০৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০৭ সালের ১ জুলাই-এর মধ্যে ১০০টি বেসরকারি ভাড়া করা বিমান ব্যবহার করেছেন। এই সফরের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সিঙ্গাপুর, চিন, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া এবং সুইজারল্যান্ড। প্রায় প্রতিটি সফরে তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছেন কর্পোরেট জগতের প্রথম সারির কর্তা ব্যক্তিরা।

বিরোধী পক্ষের নেতা শঙ্কর সিং বাঘেলা বলেছেন, গত ১৩ বছরে মোদিজী বিধানসভায় একটা শব্দও খরচ করেনি। কোনও বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। অথবা বিধানসভায় উত্থাপিত কোনও প্রশ্নের উত্তরও তিনি দেন না। কেন এই নীরবতা এনিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই বোধগম্য হয় না।

সংযত না হলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে

প্রথম পাতার পর

তিনবছর পর সে সাড়া নাও মিলতে পারে। ইতিমধ্যেই মানুষের মনে পরিবর্তনের হাওয়া উঠতে শুরু হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় মমতার 'ফিল গুড' উঠে গিয়ে সেই সিপিএম জমানার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ঘাঁটি গাড়ছে। অতএব পরিবর্তনের পর মানুষ যেভাবে বাংলাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে তা এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে আসছে। তারই মধ্যে অভিযুক্তদের তোল্লা দিয়ে তৃণমূল নেত্রী কি বার্তা দিতে চাইছেন তা বোধগম্য নয়।

বাংলা ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অন্য রাজ্যে বিস্তার লাভে উদ্যোগী। চেষ্টাও করে চলেছেন প্রাণপণ। কিন্তু বিস্তারের চেয়ে বাংলার দলের উৎকর্ষের দিকে নজর দেওয়াটা আরও জরুরী। অঞ্চলে অঞ্চলে দলের নেতারা কি করছেন, কাদের সঙ্গী বানাচ্ছেন, কেমন ব্যবহার করছেন, প্রকৃত অর্থে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন কিনা তার খবর রাখাই হবে দীর্ঘস্থায়ী হবার চাবিকাঠি। সে চাবিকাঠি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতছাড়া হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে নিরপেক্ষতা, চেপে বসছে দলতন্ত্র। মমতার নেতৃত্বে পরিবর্তনের মডেল হওয়ার কথা ছিল বাংলার। মানুষ বলছে তার সম্ভাবনা কম।

এমনিতেই আর্থিক সংকটে ভুগছে বাংলা। তার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলাকে গড়ছেন তাতে মানুষ আশান্বিত। পাহাড়, জঙ্গলমহল যেভাবে সামলাচ্ছেন তাতে বাংলার জনগণ অভিভূত। শুধুমাত্র নির্বাচনের নামে উল্টোপাল্টা বলে সে আশায় জল ঢালাটা হঠকারিতার সামিল। মানুষ এখন সামান্য কারণেও পরিবর্তনের পক্ষে। তাই সাধু সাবধান! সংযত হোন, ধৈর্য রাখুন, না হলে পস্তাতে হবে।

প্রেমজনিত আত্মহত্যার অভিযোগ

তথাগত ঘোষ, বিবির হাট: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিবিরহাট সংলগ্ন এলাকায় চিরঞ্জিৎ মান্না (২৩) নামে এক তরুণের দেহ বাড়ির কাছের একটি মাঠের গাছে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহের কাছে দুটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে। তাতে সে সরাসরি কাউকে দোষারোপ করেনি। তবে চিরঞ্জিৎ-এর সঙ্গে একটি মেয়ের সম্পর্ক ছিল এবং মেয়েটি সেই সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ায় সে সম্ভবত আত্মহত্যা করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, চিরঞ্জিৎ, জুহি সেখ নামে স্থানীয় একটি মেয়ের গৃহশিক্ষক ছিল এবং সেই সূত্রেই মেয়েটির সঙ্গে প্রেমের সূত্রপাত।

মঙ্গলবার নাকি জুহির বাবা আব্দুল সেখ রাস্তায় চিরঞ্জিৎকে প্রহার করে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ-প্রসঙ্গে জুহি ও তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

প্রচারে তরুণ মণ্ডল

প্রতীক দে চৌধুরী: শুক্রবার সকালে জয়নগর কেন্দ্রের এসইউসি প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডল তালদি বাসমোড়ে পদযাত্রা শুরু করে শেষ করলেন গোবিন্দ নগরে। যাত্রাপথে পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। তাঁর বক্তব্য, আমি যা কাজ করেছি তাতে গতবারের থেকেও ভাল ফল আশা করছি।

ইতিহাসবিদ ক্ষমা চাইবেন কী

প্রথম পাতার পর

ইতিহাসবিদ সুগত বসুর 'হিজ ম্যাজিস্টিস অপোনেন্ট' নামক বই পড়ে লেখকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন গৌতম চক্রবর্তী। সুগত বসু তাঁর 'বই'-এ প্রচারমূলক নানা বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর ওই সাক্ষাৎকারের 'সাব হেডিং'- 'কখনই বলেননি, রক্ত দাও'। সুগত'র বক্তব্য 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' গোছের কথা কখনও বলেননি। ওটা বাঙালির অতি সরলীকরণ।

নেতাজীর বসু পরিবারের সদস্য না হলেও নেতাজী'র বক্তব্য বিকৃত করার অধিকার কারোর থাকে না। অতি উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক কাম প্রেসিডেন্সির মেন্টর জনপ্রতিনিধি পদপ্রার্থী সুগত বসু পরবর্তী কালেও কোথাও কোনওদিনই তাঁর এই বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাননি। তাঁর ওই সাক্ষাৎকারে আরও অনেক আজব তথ্য পরিবেশন করেছেন। সুগত'র বই থেকে 'অজানা সুভাষ' শীর্ষক অংশে 'মেয়ের বাবা' অংশে ভিত্তিহীন, তথ্যহীন, সাক্ষীহীন গপ্পো বলেছেন -

''অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এমিলি তখন ভিয়েনায় পিতৃগৃহে। সুভাষ বার্লিনে। ২৯ অক্টোবর খবর পেলেন কন্যার জন্মের। প্রথমে কিঞ্চিৎ মুষড়ে পড়েছিলেন। ভারতে যিনি মহিলাদের অধিকার নিয়ে সরব ছিলেন, পরবর্তীকালে আজাদহিন্দ ফৌজে মেয়েদের নিয়ে সেনাদল গড়ে তুলবেন, সেই সুভাষও! পরে অবশ্য সদ্যজাত কন্যাকে দেখে তিনি খুশিতে উচ্ছল।''

সুগত'র অবান্তর বক্তব্য ইতিহাস সিদ্ধ নয়, আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে নেতাজীকে নিয়ে কাল্পনিক ভাবনা এর আগেও বসু বাড়ির এই পরিবারটি করে থাকেন। এমিলি-এ্যানিটা'র প্রকৃত পরিচয় প্রধানমন্ত্রীর দফতরে রক্ষিত ফাইলে কি আছে তা আলিপুর বার্তা'য় আগেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা নিয়ে কৃষ্ণা দেবী বা সুগত বসু'রা কোনও চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবাদ করেননি। ইতিহাসবিদ সুগত বসু তাঁদের দেওয়া তথ্য - এ্যানিটার জন্মতারিখ ২৯ নভেম্বরের পরিবর্তে হয়ত 'ভুল বশত' ২৯ অক্টোবর বলেছেন। আনন্দবাজারে প্রকাশিত প্রবন্ধে সুগতকে প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করেন - 'কলেজে পড়ার সময় সুভাষ তাঁর বন্ধু দিলীপ রায় ট্রেনে হরিদ্বার, আগ্রা ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরতে গেলেন... ইত্যাদি।' প্রশ্নকর্তার ভুল সংশোধন করেননি ঐতিহাসিক নেতাজীর নাতি সুগত বসু।

প্রকৃত পক্ষে সদ্‌গুরুর সন্ধানে হিমালয়ে সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন বন্ধু হেমন্ত সরকারের সঙ্গে। বেনারসে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে সুভাষ বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। সুগত নেতাজীর বক্তব্য ও তথ্যকে বিকৃত করার জন্য ক্ষমা চাননি আজও।

মধুর লোভে রেষারেষি সোনারপুরে

প্রথম পাতার পর

মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি কোনও ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে কলহে জড়িয়ে পড়েননি। কিন্তু বহু ওয়ার্ডের মানুষের ক্ষোভ গত পৌর নির্বাচনের আগে তাঁদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পৌরপ্রধানরা তা দিতে পারেননি। কারণ, নিজেদের ঘর গোছাতেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল এই পার্টি তো ৫ বছরের জন্য ক্ষমতায় এসেছে, তাই যা করার এর মধ্যেই করে নিতে হবে। আপাতত, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আগামী নির্বাচনে তাঁদের লক্ষ্য নিজেরা দাঁড়াতে না পারলেও ঘরের লোক দাঁড় করানো, যাতে রোজগারের উৎস বেহাত না হয়।

অপরদিকে এইসব ওয়ার্ডে প্রার্থী হওয়ার জন্য অন্য নেতারাও মুখিয়ে আছেন। ফলে লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা যতই এককাট্টা হয়ে প্রার্থী সুগত বসু'র হয়ে লড়ুক না কেন তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বের চোড়া স্রোত বইতে শুরু করেছে।

অবশ্য বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, দলকে জেতানোই এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সিনেমা-টিনেমা

নিষ্ঠা আর একাগ্রতাই দেবকে সাফল্য এনে দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘোড়া প্রশিক্ষক জি. তামিলারাজন রীতিমতো হতবাক এবং উচ্ছ্বসিত ঘোড়া চালানোয় দেবের পারফেকশন দেখে। তিনি বলছেন, এত কাল ধরে আমি ঘোড়া চালানোর ট্রেনিং দিচ্ছি, বহু সিনেমাতে বহু নায়ককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি কিন্তু এতটা নিষ্ঠা এবং দ্রুত নিজেকে দক্ষতার তুঙ্গে নিয়ে যেতে দেখিনি কোনও অভিনেতাকে। পুরুলিয়ায় সৈনিক স্কুলের মাঠে শ্যুটিং চলছিল 'যোদ্ধা' ছবির। অশ্বারোহণে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়া করার শ্যুটিং চলছিল ২০ কোটি টাকার নির্মিত এই ছবিটির। প্রায় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় অক্লান্তভাবে দেব সারাদিন অশ্বারোহণের শট দিয়ে গেলেন। পরিচালক রাজ জানাচ্ছেন, বাংলা ছবিতে নাকি এই ধরনের দৃশ্য এই প্রথম দেখানো হচ্ছে। সহ অভিনেতা ও ছবিতে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নাইজাল আকাড়া দেবের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। সকাল সাড়ে সাতটায় শ্যুটিং শুরু করে লাঞ্চ ব্রেক হল বেলা ১টায়। স্যুপ আর সেদ্ধ সব্জি খেয়ে বেলা ৩টে নাগাদ আবার শ্যুটিং চলল সন্ধ্যে অবধি। এই হেকটিক প্রোগ্রামের মধ্যেও দেব কিন্তু শ্যুটিংয়ের বিরতিতে কখনও ইউনিটের সদস্যদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছেন, কখনও পরিচালক রাজের আইফোন অবশেসন নিয়ে পিছনে লাগছেন। দেব যে ঘোড়াটিতে চড়ছেন তার নাম ব্ল্যাকি। এর আগে ১৫টি ছবিতে দেখা গিয়েছে ব্ল্যাককে। কলকাতার মাউন্টেড পুলিশের কাছে ৩ মাস ঘোড়ায় চড়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন দেব।

> প্রত্যেকটি অভিনীত চরিত্রের জন্য আমি আমার দুশো শতাংশ দিই তেমনি ঘাটালে রাজনীতির অঙ্গনে থাকব তখন পুরোপুরি স্থানীয় মানুষের জন্য কাজ করব।

শ্যুটিং প্যাকআপ হতে দেব জানালেন শ্যুটিংয়ের সময় তিনি কিন্তু পার্টির প্রচার পর্বের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখছেন না। পুরো মনযোগটাই শ্যুটিং-এ দিচ্ছেন। আবার ৯ এপ্রিল থেকে ঘাটালে যখন প্রচার করবেন তখন পুরোদমে রাজনীতির দিকেই মনযোগ দেবেন। কিছু লোক বলেছেন, তিনি নাকি পুরোদমে প্রচার করতে পারবেন না। কিন্তু এরকম কাজ কখনই করবেন না। এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে বিজয়ের জন্য নিজেকে পুরোপুরি উজাড় করে দেবেন।

সত্যি কথা বলতে কি দেবকে যাঁরা ঘনিষ্ঠ মহলে চলচ্চিত্র জগতে দেখেছেন তাঁরা জানেন দেব কতটা একনিষ্ঠ। যখন যে কাজটা করেন সেখানে সম্পূর্ণ পারদর্শীতার জন্য নিজের ১০০ শতাংশ দেন। এ প্রসঙ্গে দেবের নিজের বক্তব্য, প্রত্যেকটি অভিনীত চরিত্রের জন্য আমি আমার দুশো শতাংশ দিই তেমনি ঘাটালে প্রার্থী হিসেবে রাজনীতির অঙ্গণে থাকব তখন পুরোপুরি স্থানীয় মানুষের জন্য কাজ করব। নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাজনীতিতে আসিনি। সবসময় আমি চেয়ে এসেছি মানুষ আমাকে ভাল কাজের জন্য যেন মনে রাখে।

আসলে চাঁদের পাহাড়ের আগে অযোগ্য অভিনেতা এই সমালোচনায় বিদ্ধ দেব যেমন ছবিতে সব সমালোচনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন তেমনই আগামী দিনেও এই দুই ভূমিকাতেও নিজেকে সব সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার জন্যই মানসিকভাবে এই মুহূর্তে প্রস্তুত।

শচীনকে নিয়ে ছবি করতে চান লগান-এর পরিচালক

লগানের পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকর এবার শচীন তেন্ডুলকরের জীবনী নিয়ে একটি বায়োপিক করতে চলেছেন। মিলখা সিং, মেরি কমের জীবনী নিয়ে ছবির পর এবার শচীনকে নিয়ে ফিল্ম তৈরির খবরে সকলে নড়েচড়ে বসেছেন। তবে ছবিটি কিন্তু হিন্দিতে নয়, মারাঠী ভাষায় তৈরি হবে। শচীনের ভূমিকায় কে অভিনয় করবেন তা এখনও ঠিক না হলেও রজনীকান্তসহ কয়েকজন সুপারস্টার এতে অভিনয়ের আগ্রহ দেখিয়েছেন।

বাংলা ছবিতে সুস্মিতা

একদা মিস ইউনিভার্স বর্তমানের বলিউডের নায়িকা সুস্মিতা সেন খুব শীঘ্রই একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে চলেছেন। পরিচালক রূপালী গুহ। পরিচালক জানিয়েছেন, চিত্রনাট্য সুস্মিতার পছন্দ হয়েছে। তিনি ছবিটি বাংলার সঙ্গে হিন্দি ভার্সানেও করার চেষ্টা করছেন।

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

গত সংখ্যার পর

প্রথম জনৈক অভিনেতা বন্ধুর বাড়ি, পরে প্রযোজক-বন্ধু দেবেশ ঘোষের ফ্ল্যাটে।

উত্তমকুমারের এই আকস্মিক মানসিক বিপর্যয়ের সময় স্থির বা নিশ্চুপ হয়ে থাকতে পারেননি সুচিত্রা সেন। ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর কাছেও। সেইদিনই তাঁর আর একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর মাধ্যমে যোগাযোগ করেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। কথা বলেন কলকাতা পুলিশের আরও কয়েকজন বড়কর্তার সঙ্গে। মহানায়িকা এই সমস্যার সমাধান করার জন্য একদিন বাংলা ছবির জগতের কয়েকজনকে বাড়িতে ডেকে এনে আলোচনা করেছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন ফোনে কথা বলেন উত্তমকুমারের সঙ্গে। তিনি তখন এলাহাবাদে রয়েছেন, গোপাল সিং

নামে জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের গেস্ট হাউসে। একসময় উত্তমকুমার ফিরে এলেন কলকাতায়। নতুন করে আবার কাজ শুরু করলেন। ১৯৭১ সাল। শুরু হল 'নবরাগ'-এর শ্যুটিং। সেদিন বাঙালিদের চিরাচরিত প্রথা মেনে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছিলেন, আবার টালিগঞ্জে ফিরবেন উত্তমকুমার? ওই সময় এই অবিস্মরণীয় জুটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পরিচালক বিজয় বসু। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়ের অভিনয় সমৃদ্ধ সেই ছবির রেশ আজও বাঙালির মনে বেশ গাঢ়ভাবেই বাসা বেঁধে আছে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১২ এপ্রিল - ১৮ এপ্রিল, ২০১৪

মেষ: মনের উদ্বেগ এখনও থাকবে। সপ্তাহের শেষদিক থেকে এর কিছুটা পরিবর্তন হবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিপূর্ণভাবে করতে পারবেন না। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থনের গোলযোগ এখনও থাকবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

বৃষ: গৃহ-ভূমি সম্পর্কে ভাল ফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে শত্রুতা করার জন্য। ব্যবসায় লাভযোগ থাকলেও বাধা আসবে। মানসিকতার দিক থেকে আপনি উন্নত মনের পরিচয় দেবেন। শিক্ষায় শুভ।

মিথুন: মানসিক চিন্তা থেকে এখনও বিরত হবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসায় আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলির সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। ভ্রমণে বাধা।

কর্কট: বন্ধুদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করা চেষ্টা করবে। বেকারত্বের অবসান হবে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। মায়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। খুব বুঝে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

সিংহ: মনের সুন্দর চিন্তাধারাগুলোকে বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হবেন। ভালবাসার মানুষের সাহায্য পাবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির যোগাযোগ রয়েছে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মতবিরোধ ঘটবে। জমি-জমা বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক গোলমাল ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা: খুব বিবেচনা করে চলার সময় এসেছে। যাতে কোনওরকমে ক্রোধের প্রকাশ না ঘটে সেদিকে চিন্তা করে কাজ করা দরকার। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে সময়টি ভালই হবে। পুরাতন কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় পরিবর্তন হতে পারে।

তুলা: শরীর সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকা দরকার, লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্যে বাধা ঘটবে না। ব্যবসায় দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভফল পাবেন।

বৃশ্চিক: চেষ্টা থাকলেও নানাবিধ বাধা এসে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। খরচ কমাবার চেষ্টা করেও সফল হবেন না। শত্রুরা নিত্য নতুন পদ্ধতিতে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। ব্যবসায় ধীরে ধীরে উন্নতির আশা করা যায়। লেখাপড়ায় শুভফল পাবেন।

ধনু: অশুভ যতই ঘটুক না কেন শুভ ফল দেবার চেষ্টা করবে। মন ও ব্যক্তিত্বের জোরে অসাধ্য সাধন করে ফেলতে পারেন। দেশ ও দশের কাজে এগিয়ে গেলে শুভ ফল হবে। ব্যক্তিত্বের জোরে কোনও পারিপার্শ্বিক শুভগ্রহের প্রভাবে বেশকিছুটা উন্নতি হবে।

মকর: বিবিধ সংশয় থাকলেও এগিয়ে যাওয়ার প্রভাব দমিত হবে না। যারা এখন দূরে আছেন তারা সাহয্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। নতুন কাজের যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

কুম্ভ: মনের শক্তি আগের থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। নিজের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিগণের সহায়তা পাবেন। লেখ্য পরীক্ষাদির ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাওয়া সম্ভব।

মীন: বুদ্ধির জোরে এগিয়ে গেলেও শত্রুরা সুযোগ পেলে ঝোপে কোপ মারবার চেষ্টা করবে। শক্তির সহায়তায় লাভবান হবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে অগ্রগতি হবে। যন্ত্রপাতি ক্রয়-বিক্রয়ে বা ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করবেন।

ভালো কিছু করেন যাঁরা

শ্রী তাপস: মীরা বোস নামটি ইতিমধ্যে মানুষের মনে বেশ জায়গা করে নিয়েছে তা কখনও অসহায় মানুষের পাশেই হোক, বা স্বল্প আয়ের মানুষ জনকে তার নিজস্ব যোগ্যতা দ্বারা উপার্জন বৃদ্ধির সহায়তা করা সব বিষয়ে শ্রীমতি বোস তার ঐকান্তিক চেষ্টাটিকে সমাজের অসহায় মানুষের জন্য কাজে লাগিয়েছেন।

সম্প্রতি দেশপ্রিয় পার্কে 'অনুষ্ঠান' নামক একটি ভবনে বেশকিছু মহিলাদের নিয়ে একটি হস্তশিল্প মেলা তাঁর উদ্বোধনী প্রয়াসের একটি স্বাক্ষর রেখে দেয় স্পর্শ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে।

সোদপুর ব্রিক ফিল্ড রোডের বাসিন্দা অমিত দাস তাঁর নিজস্ব সংস্থার লাইফ লং ডায়গোনেস্টিক সেন্টারের শুধুমাত্র আয় উন্নতির কথা, শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা না করে বিভিন্ন সময়ে সমাজে জনহিতকর কর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। সম্প্রতি ওঁর সহধর্মিণী সোফিয়া দাসের অনুপ্রেরণায় সমাজ সেবামূলক স্বাস্থ্য পরিষেবার আয়োজন করে ফেলেন টালিগঞ্জ থেকে তারাতলা অঞ্চলের মধ্যে।

মাঙ্গলিকী

কোন্নগরে জাদু আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোন্নগরে শেষ জাদু আড্ডায় ৩০ জন জাদুকর যোগদান করেন। আড্ডা বসে যথারীতি কোন্নগরের সুখ্যাত বরিষ্ঠ জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জির বাসভবনে। অতি উষ্ণ ভাষণে তিনি আড্ডায় যোগদানকারী সকলকে স্বাগত জানান। সঞ্চালনার জন্য আমন্ত্রণ জানান সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সঞ্চালক বলেন, আজ আড্ডার গোড়াতেই সর্বজন শ্রদ্ধেয়, আড্ডায় উপস্থিত বরিষ্ঠ জাদুকর ও জাদুসরঞ্জাম প্রস্তুককারক গ্রেট এল.কে. রায়'কে এই ঘরোয়া পরিবেশেই সংবর্ধনা জানানো হবে।

অতঃপর সঞ্চালক গ্রেট এল. কে. রায়ের জাদুকর হিসেবে বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। ৭০-এর দশকে শ্রী রায় 'ভেল্কি' নামে ইংরাজি জাদু পত্রিকা প্রকাশ করতেন। যা অচিরাৎ আন্তর্জাতিক জাদু জগতে পরিচিত লাভ করে। তাঁর ব্যক্তিগত জাদু পাঠাগার থেকে আনা ভেল্কির বাঁধানো বইটি সঞ্চালক সকলকে দেখান। এরপর গ্রেট এল. কে. রায়ের হাতে স্মারক সম্মান হিসেবে ফুলদানি তুলে দিলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জে. পি. ব্যানার্জি ও বিশিষ্ট জাদুকর প্রিন্স এম. লাল। শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক জাদুকর বি. কুমার। সকলের উষ্ণ করতালিতে আড্ডা হল মুখর। এরপর সঞ্চালক গ্রেট এল. কে. রায়ের হাতে তুলে দিলেন তাঁর ইংরাজি জাদু গ্রন্থ 'শো আস এ ট্রিক'।

অতঃপর গ্রেট এল. কে. রায় বলেন, তাঁর জাদু জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা। পরে দেখালেন বিবিধ বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু। আড্ডা হল সমৃদ্ধ। তবে জাদুকর বন্ধুদের জন্যে আরও একটি চমক বাকি ছিল - সঞ্চালক জানালেন গ্রেট এল. কে. রায়ের সঙ্গীত প্রতিভার কথা।

অতঃপর তাঁর অনুরোধে শ্রী রায় তাঁর গান শুনিয়ে আড্ডাকে দ্বিগুণ সমৃদ্ধ করলেন। এরপর সঞ্চালক সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত কোন্নগর জাদু আড্ডার বিগত আড্ডার সংবাদ পড়ে শোনালেন। এরপরেই বিবিধ বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদুতে আড্ডাকে জমিয়ে তুললেন আশিস মুখার্জি, প্রিয়ম গুহ, বি. কুমার, পি.কে, অশোক সরকার, ভোলানাথ দাস, সুরজিৎ, বিশ্বজিত চক্রবর্তী (আড্ডার তরফে জে.পি ব্যানার্জি'র হাতে অক্সের জাদুকর শ্রী নিবাসের প্রেরিত জাদুর খেলাও উপহার হিসেবে তুলে দেন), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কবি-জাদুকর আশিস মুখার্জি স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে আড্ডাকে অন্য মাত্রাও দেন।

সঞ্চালক সংবাদ হিসেবে প্রদর্শন করলেন ও পড়ে শোনালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনস্তাত্ত্বিক রিসার্চ ওয়ার্কে'র জন্য বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি.সি. সরকার জুনিয়র যে অতি সম্প্রতি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন, সেই চিঠির প্রতিলিপি।

মেদিনীপুরের সাহিত্য পত্রিকা: শিল্প মনন

অরূপ রতন

গ্রন্থ সন্ধানী: উক্ত পত্রিকার উৎসব সংখ্যা ১৪২০ আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। প্রচ্ছদে রঙীন আলোকচিত্রের অসাধারণ কোলাজ, যার মাধ্যমে জাতীয় সম্প্রীতির কথাই বাঙময় হয়ে উঠেছে। পাতায় পাতায় বিভিন্ন লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রয়েছে অজস্র স্কেচ। 'আলোকেরই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও' - লেখনীর জন্য প্রধান সম্পাদক কল্পনা দাসকে বিশেষ অভিনন্দন। এই সংখ্যায় রয়েছে বিবিধ বিষয়ের ওপরে তথ্যপূর্ণ, ইতিহাস সমৃদ্ধ মননশীল নিবন্ধ। নিবন্ধকাররা হলেন বারিদ বরণ ঘোষ, চৈতন্যময় নন্দ, ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, ডাঃ বলীন্দ্র নারায়ণ রায়, শ্যামল সেন প্রমুখ। গল্পের অধ্যায়ে মধুসূদন ঘাটীর 'আমার মা সব জানে' ছোট বড় সকলের হৃদশ স্পর্শ করবে। বাপ্পাদিত্য পাণ্ডের 'জনগণকে শারদ চিঠি' আমাদের সমাজের বিবেককে বিঁধবে। সমরজিৎ চক্রবর্তীর 'হুশ' অনবদ্য ব্যঙ্গত্মিক রম্য রচনা। সৌরভ কুমার ভূঞ্যার বড় গল্প 'একা' প্রকৃতই এক দৃশ্যময়, হৃদয় নিংড়ানো জীবনের ফেলে আসা প্রেমের জলছবি। সঙ্গীতা দাসের 'সৈকত নগরী দীঘা', অমৃত কর মহাপাত্রের 'আবার অরণ্যে', সুমিত্রা ঘোষের 'ঘাটশিলা ভ্রমণ', 'দেখা নাই ঘর হতে শুধু এক পা বাড়ায়ে'র আলোকে উজ্জ্বল।

এই সংখ্যাতে রয়েছে বহু হৃদয়স্পর্শী কবিতা। লিখেছেন পুর্ণেন্দু পত্রী, সুবোধ সরকার, তারিক সুজাত (বাংলাদেশ), দীপ মুখোপাধ্যায়, তমালিকা পাণ্ডাশেঠ, নিতাই মৃধা, অঞ্জন দাস, অনুস্মিতা শূর, সুনীল মুখোপাধ্যায়, বিধান সাহা, প্রবীর জানা, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখ।

মেদিনীপুরের মহিষাদল থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা শিল্প মননের উৎসব সংখ্যা ১৪২০, সঠিকভাবে লিটল ম্যাগাজিনের নীতির কাছে দায়বদ্ধ থেকেও যে কোনও বাণিজ্যিক পত্রিকাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে তার ঔজ্জ্বল্যে। পত্রিকার অলংকরণে আছেন বি. এম. ডিকোরাম। গ্রাফিক্স ও প্রচ্ছদে মুনাই-তোতাই। **প্রধান সম্পাদক : কল্পনা দাস।**
যোগাযোগ: ৯৭৩২৫৫৮১৯২।

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক ও ক্ষুদ্র প্রকাশকেরা এই বিভাগে খবর করতে চাইলে যোগাযোগ করুন :-
অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪

প্রদ্যুত পালের চিত্রপ্রদর্শনী

প্রিয়ম গুহ

সম্প্রতি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে নিউ সাউথ গ্যালারির প্রদ্যুৎ কুমার পালের চতুর্থ একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। অ্যাক্রিলিক রঙে ক্যানভাসের ওপর এবং ছিল টেরাকোটার রিলিফ কাজ। মোট ১৮টি ছবি ছিল। একটি চক্রাকার রিলিফ টেরাকোটার কাজ ছিল। ছবির মধ্যে সমাজ জীবনের ছাপ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-রাধার বাঁশিটাকে শিল্পী বাস্তব জীবনের মধ্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে চেয়েছেন। সামগ্রিক কাজে ভারতীয় শৈলীর ছাপ পাওয়া যায়। রঙের বিন্যাস ভাল। আলো-আধারির প্রয়োগ চমৎকার। পটুয়াদের অঙ্কনের মতো ফিগারগুলি বেঁটে গোলগাল দেখাচ্ছে। বাঁশির মধ্য দিয়ে জীবন সুরের টান অনুভব করেন শিল্পী নিজে। তাঁর ছবির মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সুরে বাঁধা জীবনের কথা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। হলুদ-কমলা-হাল্কা সবুজের ব্যবহারে ফুঁটিয়েছেন গ্রাম্য জীবনযাত্রার পটভূমি।

আবার কোনও কোনও ছবির মধ্যে নীল-হলুদ-কমলা রঙের বাধনে বেঁধে ক্যানভাসের ভিতরের চরিত্রগুলিকে অন্যরুপের মাধুর্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়েছেন।

স্বামী যোগানন্দের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: ২০ মার্চ ২০১৪, সন্ধ্যায় আড়িয়াদহে কেদারনাথ ব্যানার্জি রোডে স্বামী শিবময়ানন্দের পৌরোহিত্যে ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিবশংকর রায়চৌধুরীর সুষ্ঠু পরিচালনায় 'দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ যোগানন্দ সংঘে'র উদ্যোগে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের ১৫৩ তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল।

প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ। রামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী যোগানন্দের মহান জীবনী ও অমর বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ গীতি পরিবেশন করেন ডাঃ সমীরণ রায়, শোভা চক্রবর্তী ও সংঘের সভ্য-সভ্যাবৃন্দ।

এছাড়া সুসজ্জিত প্রতিকৃতি নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নগর সংকীর্তন সহ পথ পরিক্রমা, মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, চণ্ডীপাঠ করা হয়।

‘বিবাহিত’ সুভাষ: একটি সরকারি চক্রান্ত

অর্কদ্যুতি সরকার

সুভাষের বালকাবস্থায় এক গণৎকার তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, তিনি সংসারী হবেন, এই কথা শুনে বালক সুভাষ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, গণৎকারের উদ্দেশে উনি বলেন, ওঁর মাথায় মারি, উনি কচুপোড়া জানেন, এই ছিল বালক সুভাষের মনোভাব। শৈশব থেকেই সুভাষচন্দ্র মনের মধ্যে ছিল বিবাহের প্রতি তীব্র অনীহা।

আমরা প্রত্যেকেই জানি তাঁর মন ও মুখ এক কথা বলত। শুধু তাই নয়, নিজের প্রতিজ্ঞাতেও সুভাষ ছিলেন অনড়, অটল। দাবি থেকে তাঁকে একচুলও সরানো যেত না। এমনকী প্রয়োজনে তিনি এর জন্য সমস্ত আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকতেন। বহু স্থানে এর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এমনকী প্রাপ্তবয়স্কেও শেষ প্রেম ছিল দেশ। আর কিছু নয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ‘তুমি জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত’। একে শুধুমাত্র উক্তি রূপেই গ্রহণ না করে চরমভাবে নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন ঘটানো যায়। তার উদাহরণ বোধ হয় একজনই। তাই প্রকৃতই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সন্ন্যাসী সৈনিক। সুতরাং সুভাষচন্দ্র যে বিবাহ করেনি আজ তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। শুধু তাই নয় প্রকৃত অনুরাগীরা এ কথা হৃদয় দিয়ে বিশ্বাসও করেন। কিন্তু সব বুঝেও কিছু চক্রান্তকারী ও স্বার্থান্বেষী একথা জেনেও জানতে চান না। তাদের একটাই উদ্দেশ্য চরিত্রের সাদা গায়ে কীভাবে কাদা লাগানো যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই মহাপণ্ডিত নেতাজী গবেষকরা খেয়ালও করেন না কাদা লাগাতে লাগাতে তারাই কখন কর্দমাক্ত হয়ে পড়েছে। এবং সেই সঙ্গে আরও আশ্চর্য লাগে এদের হাত মিলিয়েছে বাংলার প্রথম শ্রেণির কিছু দৈনিক। যারা নিয়মিতভাবে প্রচার করে চলেছে নেতাজী বিবাহিত। সত্যের সঙ্গে মিথ্যের পার্থক্যকে এরা আজ গুলিয়ে ফেলেছে। দেশপ্রেম, মানুষ, সম্মান, আদর্শ-এর থেকে শুধুমাত্র অর্থই আজ এদের কাছে বড় বিশাল মাপের এই গবেষকরা কেন্দ্রীয় সরকারের কোটি কোটি টাকা না পেলে মহামূল্যবান গবেষণা চালাতেই পারেন না। আর কেন্দ্রীয় সরকারও সর্বোতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সব থেকে অবাক হতে হয় এই সরকারই, এই দলই সেদিন ভারত স্বাধীনতার পরে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল যাতে কোনও সামরিক বিভাগ বা সরকারি অফিসে নেতাজীর ছবি টাঙানো যাবে না। আজ হঠাৎ একশো আশি ডিগ্রি এই ঘুরে যাওয়াতে অবাক হতে হয়। কারণ এই কয়েক দশকেই আদর্শ পরিবর্তন করার কোনও কারণই তো পাওয়া যায় না।

দেশের মানুষ অনাহার, অশিক্ষা, দরিদ্রের বীরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে গেলেও সরকারের তার জন্য খুব একটা প্রয়াস দেখা যায় না। দেখা যায় বিপুল উৎসাহ, অর্থাৎ শ্রম, শুধুমাত্র একটি মিথ্যাকে সত্য তৈরি করতে গিয়ে। মুখের সামান্য মিল দেখিয়ে এরকম মিথ্যাশ্রিত ঘটনা তৈরির জন্য সত্যই বিশাল মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়। না হলে এত বড়ো একটি ঘটনা ঘটাতে তো আর সবাই পারেন না।

প্রকৃত পক্ষে অনিতা ও এমিলি শেংকল নেতাজীর কেউ হন না। একজন মহিলার সঙ্গে ছবি তুললেই যদি মহিলার স্বামী হয়ে যেতে হয় তাহলে সম্পর্ক বলে কোনও শব্দ থাকত না। বাস্তবে কিন্তু এটাই ঘটানো হয়েছে। খুব সম্ভবত জনৈক কর্নেল পি. ব্রিগেটের কন্যা হলেন অনিতা।

কৃষ্ণা বসুর শ্বশুর মশাই ও শিশির বসুর পিতৃদেব, সুভাষের বাল্যকালের আদর্শ, পথ প্রদর্শক, প্রবল সত্যানুরাগী শরৎচন্দ্র বসুও কিন্তু এই বিয়ের গুজবকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও আর এক ভাই সুরেশচন্দ্র বসুও এই গল্পের তীব্র বিরোধী। তাছাড়াও বহু আত্মীয়ও এর বিরোধী। তা সত্ত্বেও ঘরের শত্রু বিভীষণ হতে অনেকেই ছাড়ছে না। আশ্চর্যজনকভাবে যখনই অনিতার ডি.এন.এ পরীক্ষার কথা ওঠে তখনই তিনি একইভাবে প্রত্যেকবার পাশ কাটিয়ে যান। সত্যের মুখোমুখি হতে এতো ভয় কিসের? প্রখ্যাত

ধর্মগুরু বালক ব্রহ্মচারীও বিয়ে ও মেয়েকে বিশ্বাস করেননি। মনে রাখতে হবে তিনি কিন্তু ধর্মপথালম্বী। অন্যায়ে সামিল হওয়ার কোনও উদ্দেশ্যই তাঁর নেই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কিন্তু বিপদে। এমিলিরা বিয়ের প্রমাণ স্বরূপ মুখের একটু সাদৃশ্য ও একটি চিঠি ছাড়া আর কোনও কিছুই প্রমাণ দেখাতে পারেনি। সুভাষ বসুর সঙ্গে স্ত্রী-কন্যার কোনও ছবিও তোলা নেই। একটি ছবিও কি সুভাষ তুলতে পারতেন না? যেখানে তাঁর মতো একজন নেতার সঙ্গে প্রায় সর্বদাই ক্যামেরা ঘুরছে। বহু একান্ত সময়ও কিছু ক্যামেরাতে বন্দি। উদাহরণ স্বরূপ সাবমেরিনে স্নান করার মুহূর্ত অথবা অসুস্থ অবস্থায় ঘরের খাটে শুয়ে থাকার সময়। কিন্তু স্ত্রী, কন্যা নিয়ে কোনও ফটো তোলেননি, তুলবেন কি আসলে বিয়েই তো হয়নি। সুভাষের সঙ্গে বহু সময় কাটানোর কথা এমিলি বললেও তার কিন্তু সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। নেতাজীর বহু অনুচর ছিলেন। যারা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। সেই একান্ত সহযোগী, অনুচররাও কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলেননি। অন্য কেউ না জানলেও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের তো জানা উচিৎ। তাও কিন্তু কেউ কিছু জানে না। যিনি বিশ্বের কাউকে ভয় পাননি তিনি একটি সামান্য বিষয় নিয়ে লুকোছাপা করবেন কেন? কি তাঁর ভয়? ভয় ওঁর নয়, ভয় এঁদের। ক্ষমতা হারানোর ভয়। ছলে, বলে, কৌশলে যে করে হোক নেতাজীকে কলঙ্কিত কর। তবেই কার্যোদ্ধার। তাহলে এর থেকে কি প্রমাণিত হয় তা সকলেই বুঝতে পারে।

১৯৪৯ সালে ২ এপ্রিল সাম্মার্গ পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। এর অনেকদিন আগে ১৯৪৩ সালের সেই তথাকথিত চিঠিটায় কন্যার উল্লেখ ছিল এবং সেই কন্যাই এখনও মানুষকে বিভ্রান্তি ও আনন্দ দান করে যাচ্ছেন।

নেতাজীর অগ্রজ শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু (যিনি শাহনাওয়াজ কমিশনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য ছিলেন) এই সাম্মার্গ পত্রিকাতে একটি বিবৃতি দেন। সেখানে তিনি বিয়ের বিরোধিতা করে দাবি তোলেন ‘‘অনিতা বসু জওহরলাল নেহেরু’র একটি মিথ্যা সৃষ্টি। দাবিটা কার বেশি? কন্যা’র না স্ত্রী’র? এর আগে তো পুত্রকে আনার কথা ভারতীয় কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। চেহারা না মেলার জন্য পুত্রের বদলে কন্যার সৃষ্টি হল’’। ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে নেতাজীর বিয়ে নিয়ে এই ছিল সুরেশচন্দ্র বসুর বক্তব্য।

এবার আসা যাক তথাকথিত চিঠিটার প্রসঙ্গে। চিঠিটি আরম্ভ হয়েছে ‘পরম পূজনীয় মেজদাদা’ থেকে। কিন্তু উল্লেখ্য সুভাষ বসুর প্রায় প্রত্যেক চিঠির ওপরেই থাকত মা দুর্গার নাম। অথচ এতে তা লেখা নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মেজদাকে লেখা অধিকাংশ চিঠি ইংরাজিতে, কিন্তু এটি বাংলাতে। চিঠির সাল লেখা হয়েছে ১৯৪৩। আমরা জানি সুভাষ বোসকে শেষ ছবিতে দেখা যায় ১৯৪৫ সালের বিমান বন্দরে। অর্থাৎ আরও দু’বছর তিনি স্বমহিমায় এবং সর্বসমক্ষে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। ’৪৩ সালে সম্পূর্ণ রূপেই তিনি আশাবাদি যে আজাদ হিন্দ ফৌজ লাল কেল্লায় পতাকা তুলবে। তাহলে চিঠিতে তিনি কেন বলবেন ‘আমার অসমাপ্ত কার্য শেষ করুক’। বক্তব্যটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় চিঠিটি জাল। আর সব থেকে বড় কথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক হস্তলিপি বিশারদ ড. লাল জানিয়েছেন চিঠির হাতের লেখা সুভাষ বসুর নয়। এর পরও পত্রটি যে সুভাষ বসুরই লেখা তা কীভাবে প্রমাণিত হবে?

আমি জানি না কবে এদের এই নোংরা খেলা শেষ হবে। তবে হাত জোড় করে শুধু বলব আর নয়। কারণ, নিজের ভালটাও এবার দেখুন। মাউন্টব্যাটেনের কথা ভুলবেন না। দেশের মানুষই একদিন আপনাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। তখন কিন্তু কিছু করার থাকবে না। ছাই দিয়ে যতই আগুন চেপে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন তা ফুঁড়ে বেড়বেই। আর কিছু দৈনিক পত্রিকাও কিন্তু এই ফাঁদে পা দিচ্ছে। শুধুমাত্র বিক্রি বাড়ানো ও সরকারের বিজ্ঞাপনের জন্য এরকম না করলেও চলবে। পায়ের নিচেই কিন্তু আগুন জ্বলছে। আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ করুন। নইলে নিজের হাতই পুড়বে। তাই সাবধান। ইতিহাসের এটাই শিক্ষা।

ভারতকে বিদ্যুৎ করিডোর দিচ্ছে বাংলাদেশ

রফিকুল ইসলাম সবুজ ● ঢাকা

বাংলাদেশের করিডোর ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চলে ৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার গ্রিড লাইনের রুটের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে দুই দেশের যৌথ স্টেয়ারিং কমিটি। এই গ্রিড লাইন অসমের রাঙ্গিয়া রাওতা থেকে বড় পুকুরিয়া হয়ে আবার ভারতে ঢুকবে। এই গ্রিডের বিদ্যুৎ বাংলাদেশও ব্যবহার করতে পারবে বলে জানিয়েছেন দুই দেশের বিদ্যুৎ সচিব। সম্প্রতি ঢাকায় স্টিয়ারিং কমিটির সপ্তম বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন বিদ্যুৎ সচিব মালোয়ার ইসলাম এবং ভারতের পক্ষে বিদ্যুৎ সচিব পিকে সিনহা। এই গ্রিড লাইন দিয়ে ৬-৭ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারবে। একটি টেকনিক্যাল টিম তৈরি হয়েছে যারা দ্বিতীয় গ্রিড লাইনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবে। এই নীতিগত সিদ্ধান্তটিকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন। এই বিদ্যুৎ করিডোর দেওয়া ছাড়াও ভারত থেকে বাংলাদেশকে ১৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এবং ভেড়ামারা-বহরমপুর আন্তর্দেশীয় গ্রিড লাইনের মাধ্যমে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিল্পীদের চাঁদের হাট

প্রতীক দে চৌধুরী, ঠাকুরপুকুর: তুমি যা কল্পনা করতে পার তা সবই সত্যি - পাবলো পিকাসো’র এই ভাবনাকে সম্বল করে অন্য ধরনের শিল্পপ্রদর্শনী উপহার দিল চাঁদের হাট। জোকা গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামে ২৭ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন গীতা কর্মকার, গুরুপদ সরকার, মহামায়া শিকদার, কাশ্মীরন তাহির, তার্জে গুলাকসেন-এর মতো একঝাঁক প্রতিভাবান দেশি-বিদেশি শিল্পী। ডোকরা, কাঠ, টেরাকোটা, কাঁথার বুনোটে ধরা পড়ল শিল্পীদের মনন। সাবেকী শিল্পকর্মের সঙ্গে লোকশিল্পের ছোঁয়ায় প্রদর্শনীটি অন্য মাত্রা পেল।

হারমোনি’র রাঙামাটি

সুমন্ত ভৌমিক, কলকাতা: গত ৩০ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ হলে হারমোনি’র উদ্যেগে অনুষ্ঠিত হল রাঙামাটি নামক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমাজসেবী অরূপ চক্রবর্তীকে সংস্থার পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়ার পর একটি বিশেষ যুগলবন্দী দর্শকদের মুগ্ধ করে। অমৃতা মজুমদারের আবৃত্তি ও ভাষ্যপাঠের সঙ্গে অর্পণ ও সাথকি’র বাউল ও লোকগীতি গানের পাশাপাশি কৌস্তাভ’র তুলিতে অপরূপ চিত্র ফুটে ওঠে প্রায় ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ধরে। অমৃতার কণ্ঠে গ্রামবাংলার স্মৃতির কথার পাশাপাশি অর্পণ ও সার্থকির কণ্ঠে - ও মায়া যেমন তেমন, এ জনম, আজ আমার প্রাণনাথ, রাই জাগো দর্শকদের মনে অনুরণিত হতে থাকে। পিছনে ততক্ষণে কৌস্তাভর তুলিতে সবুজ-লাল-হলুদ রঙে চিত্রপট প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

C M Y K

ধর্ম

গঙ্গার তীরে সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

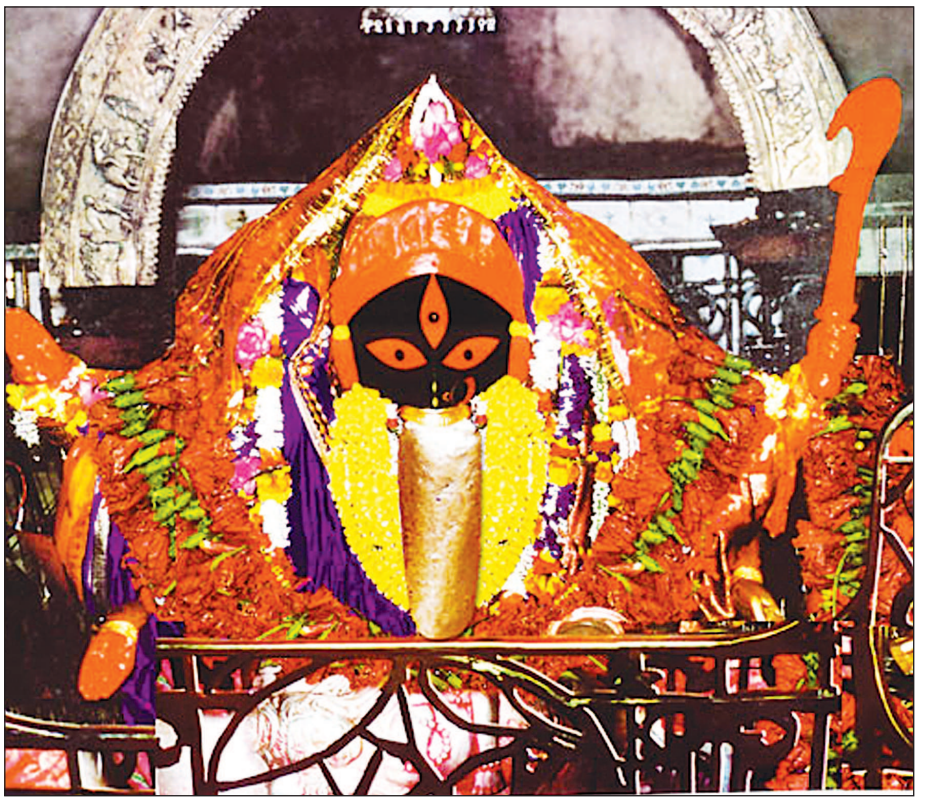

উনবিংশ শতাব্দীর কালীঘাট *(প্রাচীন চিত্র থেকে)*

(গত সংখ্যার পর)

কালীঘাটে গুরুর আদেশে ভবানীদাস থাকতে শুরু করার কিছুদিন পরে তাঁর রাঘবেন্দ্র নামে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে ভবানীদাসের, রাজেন্দ্র নামে আরও একটি ছেলে হয়। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই ভবানীদাস মা কালীর সেবাইত নিযুক্ত হন। তখন ভবানীদাসের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যাদবেন্দ্র কালীঘাটের কাছে গোবিন্দপুরে বসবাস করতে শুরু করেন।

তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা, চণ্ডীবর পঞ্চাদশ শতকের শেষ বা ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে সেখানে থাকতেন। বড়িশার সাবর্ণ জমিদারেরা সপ্তদশ শতকের প্রথমে মানসিংহের কাছ থেকে জমিদারী পান। কাজেই সাবর্ণ জমিদারদের চণ্ডীবরকে কালীর সেবাইত নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। কালীর বর্তমান সেবাইত হালদাররা চণ্ডীবরের সন্তান শুনেই হান্টার সাহেব সম্ভবত চণ্ডীবরকে মা কালীর প্রথম সেবাইত বলেছেন।

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন কলিকাতা' বইতে লিখেছেন,

কালীকাদেবীর আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর (যাঁর নামানুসারে ওই জায়গা আজও চৌরঙ্গী নামে পরিচিত) বিবরণ - প্রদীপ গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। ওই গ্রন্থানুসারে পনেরশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোবিন্দপুরে (তখনকার কালীঘাট) মা কালীর পূজার্চনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে আর একটি তথ্যের সংযোজন করা প্রয়োজন। লক্ষীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (সাবর্ণ চৌধুরী) মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮--১৭০৭) কাছ থেকে জায়গীর পাওয়ার পর বেহালা গ্রামে বাস করতে শুরু করেন। তিনিই বর্তমান কালীঘাটের মন্দির তৈরি করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোবিন্দপুরে মা কালীর পূজার্চনা শুরু হওয়ার অর্থ হল বর্তমান মন্দির তৈরির আগেই সেখানে মা কালীর পুজো করা হত। কারও কারও মতে, গোবিন্দপুরে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ছিল। তাদের মতে, মা কালীর মন্দির গোবিন্দপুর থেকে বর্তমান কালীঘাটে স্থানান্তরিত করা হয়।

লেখক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, গোবিন্দপুরের পুরনো নাম কালীঘাট এবং বর্তমানে যেখানে জি.পি.ও. (জেনারেল পোস্ট অফিস) আছে সেখানেই ছিল মা কালীর মন্দির। আবার অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, লক্ষীকান্ত বেহালায় বসবাস করার সময় কালীঘাটে মন্দির তৈরি করান। তিনি লিখেছেন, সাবর্ণ চৌধুরীর জীবদ্দশায় ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি হয়। প্রশ্ন জাগে, সাবর্ণ চৌধুরী বলতে লেখক কি লক্ষীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে বুঝিয়েছেন? তাহলে তো ওই সময় লক্ষীকান্তর জীবিত থাকার কথা নয়। কারণ তিনি ১৫৭০ থেকে ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জব চার্ণক কলকাতায় আসেন।

প্রমথনাথ মল্লিক তাঁর 'কলিকাতার কথা' বইতে লিখেছেন, কালীদেবী কবে কলকাতা হইতে কালীঘাটে যান তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া দুরূহ, তবে এই পর্যন্ত শোনা যায় ও প্রবাদ এই যে, বর্তমান পানপোস্তার উত্তরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল। সেই পুরাতন পাথরে বাঁধান ঘাট হইতে বর্তমান পাথুরিয়াঘাটার নাম হইয়াছে। সেকালে বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড গঙ্গার গর্ভে ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ওই ঘাটের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাত্রীর ও হাটের কথা আছে। ২০৩ নম্বর দরমাহাটা স্ট্রিটে ঠিক পানপোস্তার উত্তরে, দেবীর পুরাতন মন্দির পূর্বে সেইখানেই বর্তমান ছিল (২৩৫ নম্বর দরমাহাটায় শিবের মন্দির আছে)। কাপালিকেরা দেবীকে কালীঘাট লইয়া যায়।

■ *হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়*

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

মনের খেয়াল

শিল্পী মন্টি সাহা, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা'র শিক্ষার্থী

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আকাশ মেঘে জোড়া

অপরাজিতা মুখার্জি

আকাশ মেঘে জোড়া
বাতাস ঝগড়া করে
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ে
আমার সেই উঠান ঘরে।
পাখিটি চুপটি করে
বসে সেই ডালের কোণে।
আমার ওই নূপুর শুনে
মেঘেরা ডাকে জোরে।

শোঁ-শোঁ হাওয়া চলে
পিছনের বাঁশের বনে।
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ে
আমি খেলি কাদার জলে।
কাগজের নৌকাগুলি
ভেসে যায় হাঁসের রূপে।

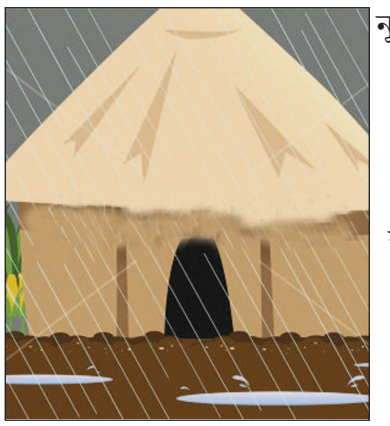

আমগুলি ছিটকে পড়ে
তুমুল ঐ ঝড়ের বেগে।
নূপুর আমার বাজিয়ে আমি
নাচি ঐ ভীষণ ঝড়ে।

হাওয়া যে থেমেই গেছে
বৃষ্টি আর পড়ছে না যে।
উদাসী হয়ে আমি
বসি গিয়ে ঘরের কোণে।
জানালার বাইরে আমি
দেখি হাসি হাসি মুখে।
সাতটি ঐ রঙের পাশে
পাখিগুলি কেমন নাচে।।

নবম শ্রেণি,
সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল (কলকাতা)

ধোনি ব্যর্থ নন, শুধু ভাগ্যের সহায়তা পাননি

ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে আদৌ ব্যর্থ এনিয়ে বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার বরুণ বর্মণের বিশ্লেষণ চয়ন করেছেন অভিমন্যু দাস।

মূলত ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্যই ভারতে পরাজিত হতে হয়েছে। যুবরাজ প্রসঙ্গে বলব, দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে একদিন এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। তাই তাঁর ঘাড়ে সম্পূর্ণ দোষ চাপানোটা ঠিক নয়। একা যুবরাজ তো নয় বিরাট কোহলি ছাড়া অন্য সকলেই ব্যর্থ, রোহিত শর্মাও ব্যর্থ। ইনিংস শুরুতেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হন রাহানে। অনেকে ধোনির নেতৃত্বের সমালোচনা করছেন। আমার মতে, ধোনির কোনও দোষ বা ত্রুটি ধরা পড়েনি। যুবরাজকে সেদিন সঠিক স্থানেই পাঠিয়েছিলেন ধোনি। সীমিত ওভারের খেলায় যুবরাজ আমাদের ম্যাচ উইনার্স ব্যাটসম্যান। তাছাড়াটা টসে হারাটা সেদিন একটা ফ্যাক্টার হয়ে পড়েছিল। সেদিন পিচে বল পড়ে একটু স্লো আসছিল। যা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সমস্যায় ফেলে, ব্যতিক্রম বিরাট কোহলি। ম্যাচের দ্বিতীয় পর্বে উইকেটের চরিত্র পাল্টে গিয়েছিল। তখন কিন্তু ভারতীয় বোলাররা সেই অর্থে ভাল বল করতে পারেননি। ক্রিকেটে এমন ঘটনা এক একদিন কোনও টিমের ক্ষেত্রে ঘটেই থাকে। ধোনি যথেষ্ট সংযোমী এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের অধিনায়ক। টিম সেদিন সব বিভাগে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাটিং তো বটেই। যুবরাজের ২২ বল অবশ্যই সেক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সবকিছু ক্রিকেটের অঙ্গ। দুর্ভাগ্যই সেদিন ভারতকে জিততে দেয়নি। ব্যর্থতার জন্য আর বিশেষ কোনও কারণ ছিল বলে মনে হয় না।

অন্য দলে বাংলার ছেলেরা

সঞ্জয় সরকার: একজন এই মুহূর্তে ভারতের সেরা ফাস্ট বোলার, অপরজন হয়ত ভারত সেরা উইকেট কিপার কিন্তু নিজের মহানগরীর টিমে তাঁদের ঠাঁই হয়নি। মহম্মদ সামীকে এবছর খেলতে হচ্ছে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস-এর হয়ে। অপরদিকে, ঋদ্ধিমান সাহাকে দাঁড়াতে হবে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের উইকেটে রক্ষকের প্যাড পরে। বাংলার এবছরের সফল অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লা যতই ভাল পারফরম্যান্স দেখান এবার তাঁকে নাইট রাইডার্সের রিক্রুটাররা যোগ্য মনে করেননি। সামীর সঙ্গে তাঁকেও পড়তে হচ্ছে দিল্লির জার্সি। তবে দুঃখ নেই তাঁর। কোচ গ্যারি কার্স্টেনের ক্লাস করে তিনি মুগ্ধ, সঙ্গে টিম মেট কেভিন পিটারসনকে পেয়েও তিনি খুশি। ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের জার্সি পড়বেন বাংলার সেরা ব্যাটসম্যান মনোজ তেওয়ারি। নাইট রাইডার্সের ড্রেসিং রুম শেয়ার করতে না পারায় কোনও ক্ষোভ নেই তাঁর। কার্স্টেনের অধীনে রীতিমতো ঘরোয়া পরিবেশ অনুভব করছেন মনোজ। বাংলা দলে মনোজের সঙ্গে যার খাড়াখাড়ি লেগে থাকে সেই ফাস্ট বোলার অশোক দিন্দার চ্যালেঞ্জ এবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে সাফল্য এনে দেওয়া। ভারতীয় দলে ফেরার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আইপিএলকে ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি মুখ্যত নজর দিয়েছেন স্লোগ ওভারকে ঠিকঠাক ব্যবহার করার দিকে। বিশেষ করে ডোনাল্ডকে যখন আবার পাচ্ছেন বোলিং কোচ হিসেবে।

দিল্লির জার্সি পরে গুরু আক্রমকে না পেলেও তাঁর পরামর্শ মতোই একলব্যের মতো সাধনা করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন মহম্মদ সামী।

রাজ্যে এবার মহিলাপ্রার্থী: কে কোন কেন্দ্রে

বরুণ মণ্ডল

এ রাজ্যের প্রধান চার রাজনৈতিক দলের মোট মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ২৬। তবে দুই মহিলা প্রার্থী মুখোমুখি হচ্ছেন এমন লোকসভাকেন্দ্র এ রাজ্যে মাত্র চারটি। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় মহিলাপ্রার্থীর সংখ্যার

মৌসম বেনজির নুর। ছবি: অরুণ লোধ

নন্দিনী মুখার্জি। ছবি: অরুণ লোধ

অর্পিতা ঘোষ

নিজেই দেওয়াল লিখনে প্রার্থী। ছবি : কাকলী পাল

বিচারে বিরোধীদের চেয়ে ঢের এগিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। যেখনে বামফ্রন্ট, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বিজেপি'র মোট মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১৪, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী ১২। সবচেয়ে পিছিয়ে বিজেপি। রাজ্যে তাদের একমাত্র মহিলা প্রার্থী আছেন বর্ধমান-দূর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে। বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রাহুল সিনহার বক্তব্য, 'রাজনীতিতে যোগ্য মহিলাদের আরও বেশি অংশগ্রহণের পক্ষেই আমরা। কিন্তু জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন প্রার্থীকেই বেছে নিতে হয়েছে।' সেই হিসেবে বিজেপি'র একমাত্র যে মহিলা প্রার্থী আছেন তিনি জিতছেন এটাই আশা করা যাচ্ছে।

কোন মহিলা প্রার্থী কোন আসনে

তৃণমূল কংগ্রেস: ১২

রেণুকা সিনহা (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা) - কোচবিহার, অর্পিতা ঘোষ (নাট্যকর্মী) - বালুরঘাট, ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার (গাইনোকলজিস্ট) - বারাসত, প্রতিমা নস্কর (অধ্যাপিকা) - জয়নগর, রত্না দে নাগ - হুগলি, আফরিন আলে (অপরূপা পোদ্দার) - আরামবাগ, ডাঃ উমা সোরেন - ঝাড়গ্রাম, সন্ধ্যা রায় (অভিনেত্রী) - মেদিনীপুর, শ্রীমতি দেব ভার্ম ওরফে মুনমুন সেন (অভিনেত্রী) - বাঁকুড়া, মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা বেগম - বর্ধমান-দুর্গাপুর, দোলা সেন - আসানসোল, শতাব্দী রায় (অভিনেত্রী) - বীরভূম।

কংগ্রেস: ৭

দীপা দাশমুন্সি - রায়গঞ্জ, মৌসম বেনজির নুর - মালদহ উত্তর, ইলা মণ্ডল - বনগাঁ, মালা রায় (কে.এম.সি'র বর্তমান অভিজ্ঞ পুরপ্রতিনিধি, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য) - দক্ষিণ কলকাতা, অনিতা হাঁসদা - ঝাড়গ্রাম, চন্দনা মাঝি - বর্ধমান পূর্ব, ইন্দ্রাণী মিশ্র - আসানসোল।

বামফ্রন্ট: ৬

অর্চনা বিশ্বাস- রানাঘাট, সুভাষিণী আলি - ব্যারাকপুর, রিঙ্কু নস্কর (কেএমসি'র বর্তমান পুর প্রতিনিধি) - মথুরাপুর, নন্দিনী মুখোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা) - দক্ষিণ কলকাতা, রূপা বাগচি (কেএমসি'র পুর প্রতিনিধি, প্রাক্তন বিধায়িকা) - উত্তর কলকাতা, সুস্মিতা বাউড়ি - বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)।

বিজেপি: ১

দেবশ্রী চৌধুরী - বর্ধমান-দুর্গাপুর।

তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ জন, কংগ্রেসের ৭ জন, বামফ্রন্টের ৬ জন এবং বিজেপির ১ জন প্রার্থী এ রাজ্যে রয়েছে। একজন মহিলা প্রার্থীর বিরুদ্ধে আর একজন মহিলা প্রার্থী লড়ছেন দক্ষিণ কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান-দুর্গাপুর ও আসানসোল। দক্ষিণ কলকাতায় বামফ্রন্টের অধ্যাপিকা প্রার্থী নন্দিনী মুখোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের পুরপ্রতিনিধি প্রার্থী মালা রায়। ঝাড়গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ উমা সোরেন এবং কংগ্রেসের অনিতা হাঁসদা। বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা বেগম এবং বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী এবং আসানসোল কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দোলা সেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী ইন্দ্রাণী মিশ্র। দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের দুই প্রার্থী মালা রায় ও নন্দিনী মুখোপাধ্যায় দু'জনেই মনে করেন, মহিলাদের ওপর নির্যাতনই হোক বা সমানাধিকারের প্রশ্ন, সংসদে বেশি সংখ্যায় মহিলাদের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই দলমত নির্বিশেষে মহিলাদের দাবিগুলি আদায়ে সহায়তা করবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ জন, কংগ্রেসের ৭ জন, বামফ্রন্টের ৬ জন এবং বিজেপির ১ জন প্রার্থী এ রাজ্যে রয়েছেন। একজন মহিলা প্রার্থীর বিরুদ্ধে আর একজন মহিলা প্রার্থী লড়ছেন দক্ষিণ কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান-দুর্গাপুর ও আসানসোল।

অধ্যাপিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, সংসদে মহিলাদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ সংরক্ষণের প্রশ্নে একই অবস্থানে ছিল কংগ্রেস, বিজেপি ও বামফ্রন্ট। পুর প্রতিনিধি শ্রীমতি রায়ের মতে, নারী নির্যাতনে মহিলারাই বেশি সোচ্চার হতে পারেন।

এদিকে, মহিলা প্রার্থীর সংখ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটা এগিয়ে থাকলেও, বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিতে রাজি নন দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল প্রার্থীরা মহিলা ঠিকই। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই তারকা প্রার্থী বাংলার অতীতদিনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নামে পরিচয়ই অগ্রাধিকার পাচ্ছেন।

গুরুসদয় সংগ্রহশালার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ললিত কলা একাডেমি

সৌমিতা চৌধুরী: গত ৭ এপ্রিল গুরুসদয় সংগ্রহশালার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লোকশিল্প প্রসারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি সাংবাদিক সম্মেলন। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ললিত কলা একাডেমির চেয়ারম্যান ড. কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী, সংগ্রহশালার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি বিজন কুমার মণ্ডল, মিউজিয়াম কমিটির সদস্য অধ্যাপক দীলিপ কুমার ঘোষ, বিশিষ্ট শিল্পী তরুণ দে, অতসী পাল, প্রবীর গুপ্ত, ভবতোষ সুপার প্রমুখ। এইদিন সম্মেলনে কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী বলেন, আমাদের দেশে প্রায় ২০০০ সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে গুরুসদয় সংগ্রহশালা মানুষ ও শিল্পীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করে চলেছে। তিনি আরও জানান, এই সংগ্রহশালা নতুন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে আর্থিক সহায়তা করার কথা তারা ভাবছেন। সংগ্রহশালার উন্নতির স্বার্থে লোকশিল্পকে আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। লোকশিল্প ও কনটেম্পোরারি আর্টসের জন্য একটি কর্মশালা করার ইচ্ছা প্রকাশও তিনি করেছেন। ড. চক্রবর্তীর মতে, লোকশিল্প সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এটা একটা জীবন প্রক্রিয়া। সংগ্রহশালার কাজ হল সেই শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করে তার ছন্দ বুঝে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তিনি মনে করেন, গ্রামীণ ও শহরের আধুনিক শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটাতে হবে মানুষের স্বার্থে। শিল্পীদের অনুপ্রেরণা দেওয়া ও বিকাশের জন্য সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আইপিএল ক্রীড়া তালিকা ২০১৪

১)	মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	১৬ এপ্রিল রাত ৮:০০
২)	দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১৭ এপ্রিল রাত ৮:০০
৩)	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	১৮ এপ্রিল বেলা ৪:০০
৪)	সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম রাজস্থান রয়্যালস	১৮ এপ্রিল রাত ৮:০০
৫)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স	১৯ এপ্রিল বেলা ৪:০০
৬)	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস	১৯ এপ্রিল রাত ৮:০০
৭)	রাজস্থান রয়্যালস বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	২০ এপ্রিল রাত ৮:০০
৮)	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস	২১ এপ্রিল রাত ৮:০০
৯)	কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ	২২ এপ্রিল রাত ৮:০০
১০)	রাজস্থান রয়্যালস বনাস চেন্নাই সুপার কিংস	২৩ এপ্রিল রাত ৮:০০
১১)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	২৪ এপ্রিল রাত ৮:০০
১২)	সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম দিল্লি ডেয়ার ডেভিল	২৫ এপ্রিল বেলা ৪:০০
১৩)	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স	২৫ এপ্রিল রাত ৮:০০
১৪)	রাজস্থান রয়্যালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	২৬ এপ্রিল বেলা ৪:০০
১৫)	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	২৬ এপ্রিল রাত ৮:০০
১৬)	দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স	২৭ এপ্রিল বেলা ৪:০০
১৭)	সানরাইজার হায়দ্রাবাদ বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	২৭ এপ্রিল রাত ৮:০০
১৮)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	২৮ এপ্রিল রাত ৮:০০
১৯)	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস	২৯ এপ্রিল রাত ৮:০০
২০)	মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ	৩০ এপ্রিল রাত ৮:০০
২১)	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	২ মে রাত ৮:০০
২২)	মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	৩ মে বেলা ৪:০০
২৩)	দিল্লি ডেয়ার ডেভিল বনাম রাজস্থান রয়্যালস	৩ মে রাত ৮:০০
২৪)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ	৪ মে রাত ৮:০০
২৫)	রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	৫ মে বেলা ৪:০০
২৬)	দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	৫ মে রাত ৮:০০
২৭)	মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৬ মে রাত ৮:০০
২৮)	দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	৭ মে বেলা ৪:০০
২৯)	কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	৭ মে রাত ৮:০০
৩০)	রাজস্থান রয়্যালস বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ	৮ মে রাত ৮:০০
৩১)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	৯ মে রাত ৮:০০
৩২)	দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ	১০ মে বেলা ৪:০০
৩৩)	মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	১০ মে রাত ৮:০০
৩৪)	কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	১১ মে বেলা ৪:০০
৩৫)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস	১১ মে রাত ৮:০০
৩৬)	সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স	১২ মে রাত ৮:০০
৩৭)	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস	১৩ মে বেলা ৪:০০
৩৮)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি ডেয়ার ডেভিল	১৩ মে রাত ৮:০০
৩৯)	সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	১৪ মে বেলা ৪:০০
৪০)	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স	১৪ মে রাত ৮:০০
৪১)	রাজস্থান রয়্যালস বনাম দিল্লির ডেয়ার ডেভিলস	১৫ মে রাত ৮:০০
৪২)	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১৮ মে বেলা ৪:০০
৪৩)	সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডাস	১৮ মে রাত ৮:০০
৪৪)	রাজস্থান রয়্যালস বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স	১৯ মে বেলা ৪:০০
৪৫)	দিল্লি ডেয়ার ডেভিল বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব	১৯ মে রাত ৮:০০
৪৬)	সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	২০ মে বেলা ৪:০০
৪৭)	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	২০ মে রাত ৮:০০
৪৮)	কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স	২১ মে রাত ৮:০০
৪৯)	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	২২ মে বেলা ৪:০০
৫০)	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ	২২ মে রাত ৮:০০
৫১)	মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস	২৩ মে বেলা ৪:০০
৫২)	কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব বনাম রাজস্থান রয়্যালস	২৩ মে রাত ৮:০০
৫৩)	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	২৪ মে বেলা ৪:০০
৫৪)	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ	২৪ মে রাত ৮:০০
৫৫)	কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব বনাম দিল্লি ডেয়াল ডেভিলস	২৫ মে বেলা ৪:০০
৫৬)	মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস	২৫ মে রাত ৮:০০

প্লে অফ

কোয়ালিফায়ার ১

লিগের প্রথম বনাম দ্বিতীয় দল - ২৭ মে রাত ৮:০০

এলিমিনেটর

লিগের তৃতীয় বনাম চতুর্থ দল ২৮ মে রাত ৮:০০

কোয়ালিফায়ার ২

কোয়ালিফায়ার ১'র পরাজিত দল বনাম এলিমিনেটর'র বিজয়ী দল ৩০ মে রাত ৮:০০

ফাইনাল

কোয়ালিফায়ার ১ বিজয়ী বনাম কোয়ালিফায়ার ২ বিজয়ী - ১ জুন মে রাত ৮:০০

(আরও ক্রিকেটের খবর ১৫ পাতায়)

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।